মূল্য ঃ ৫ টাকা

সত্যের পথ

যারা ভগবানকে চায় শুধু তাদের জন্য

২৩শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা

মার্চ, ২০২৬
ফাল্গুন, ১৪৩২

সূচীপত্র

২৩শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা

ফাল্গুন ১৪৩২ ✪ মার্চ ২০২৬

ভগবান স্বতঃই একান্ত আপনার ঃ চাই বোধে বোধ		৩
দেব সূর্যের উদয় হোক অন্তরে অন্তরে	অধ্যাপক (ডঃ) রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪
মানব হৃদয় ভগবানের বিশ্রামাগার	মানবেন্দ্র ঠাকুর	১৫
বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা	সুনীল কুমার যাদব	১৭
প্রার্থনা	সনৎ সেন (পণ্ডিচেরি)	১৯
ভগবানের শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ	প্রণবেশ রায়	১৯
শিব-ভাবে শক্তি সাধন	মনোজ বাগ	২০
DIVINE WISDOM	Prof. (Dr.) Rama Prosad Banerjee	২৩

সম্পাদক : **রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়**

প্রকাশক ও মুদ্রক : **বিবুধেন্দ্র চ্যাটার্জী**
২১, পটুয়াটোলা লেন
কোলকাতা—৭০০ ০০৯

মুদ্রণের স্থান : ক্লাসিক প্রেস
২১, পটুয়াটোলা লেন
কোলকাতা—৭০০ ০০৯

দাম : **৫ টাকা**

সবরকম যোগাযোগের ঠিকানা ঃ
ডঃ আর. পি. ব্যানার্জী
ডি. এল-১১/৫, সল্ট লেক সিটি
(চতুর্থ তল)
কোলকাতা—৭০০ ০৯১
দূরভাষ ঃ ২৩৫৯ ৪১৮৩
(সল্ট লেক করুণাময়ীর নিকট
সি. কে. মার্কেটের বিপরীতে)

সাক্ষাতের সময় ঃ
রবিবার বিকেল পাঁচটার পর

সম্পাদকীয়*

ভগবান স্বতঃই একান্ত আপনার ঃ চাই বোধে বোধ

ভগবান স্বয়ং এই সৃষ্টির অধীশ্বর। তিনি এই সৃষ্টিকে ধারণ করে রেখেছেন, বহন করে নিয়ে চলেছেন। যেন এই সমগ্র সৃষ্টি একটা রথের উপর উপবিষ্ট। সেই রথের সারথী হলেন ভগবান স্বয়ং। সমগ্র সৃষ্টির মাঝে ভগবান অসংখ্য অস্তিত্বেরসৃষ্টি করেছেন। কি অদ্ভুত। একটু ভেবে দেখলে বোঝা যাবে এমন কোনো অস্তিত্ব এই সৃষ্টিতে নেই যার জীবন উদ্দেশ্যহীন।

প্রতিটি অস্তিত্বের নিজস্ব একটা জীবনকাল আছে এবং সেই জীবনকালের সাধন করবার জন্য একটা উদ্দেশ্যও থাকতে পারে। ভগবানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হিসাবে গণ্য করা হয় মানুষকে। গণ্য অবশ্য মানুষ নিজেই করেছে নিজেকে তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হিসাবে। প্রতিটি মানুষই জীবনে একটি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সৃষ্টিতে এসেছে। তা সে ভগবানের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষই হোক বা মাটির গভীরে পৃথিবীর কোষে জন্ম নেওয়া কয়লা হোক, কোনো জীবজন্তু, পাহাড়, সমুদ্র, নদী-নালা আবার, সবার কিছু না কিছু উদ্দেশ্য আছে অস্তিত্বের। প্রতিটি অস্তিত্ব এই সৃষ্টি সঞ্চালনের মঞ্চে সমবেতভাবে আহুতি প্রদান করে চলেছে। প্রতিটি অস্তিত্বের সূচনা ভগবানের থেকেই। তিনি কেবল সৃষ্টি করেই ছেড়ে দেননি, তাঁর সৃষ্টিকে তিনি নিজেকে জুড়ে দিয়েছেন তাঁর প্রতিটি সৃষ্টির সঙ্গে। তিনি তাঁর প্রতিটি সৃষ্টির মধ্যে অনন্ত সম্ভাবনাকে পাত্রস্থ করেছেন সেই ভাগবতী সত্যকে চিনে নেওয়ার, বুঝে নেওয়ার, তাঁকে জীবনে বরণ এবং ধারণ করে এগিয়ে যাওয়ায়। যদিও সেই সম্ভাবনাকে তিনি সবার মধ্যে সমানভাবে রোপন করেছেন, কিন্তু এক্ষেত্রে মানুষ বিশেষাধিকারপ্রাপ্ত।

মনের ধার যদি ভগবানকে বরণ করার জন্য উন্মোচিত হয় তবেই এই মন সংযোগ সূত্র স্থাপন করতে পারে সেই পরম চেতন এবং মানব চেতনের মধ্যে। মানব মন স্বাভাবিক প্রবৃত্তির দ্বারা সাধারণভাবে ঘিরে থাকে। লোভ, মোহ, কামনা, বাসনা, হিংসা, ঈর্ষা, লালসা ইত্যাদির প্রতি একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ রয়েছে মানব মনের। মনের সাথে যদি বিবেক যুক্ত হয় তখন বিবেক মনকে সঠিক পথে পরিচালিত করে। বুদ্ধি মনকে বুঝিয়ে দেয় মনের আসল ভূমিকা। মন যে ভাগবতী চেতন এবং মানব চেতনের মধ্যেকার সংযোগসূত্র তা বুদ্ধিই মনকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

উন্মুক্ত মন, সাধক প্রাণ, সাধক হৃদয়কে প্রস্তুত করে ভগবানকে বরণ এবং ধারণের জন্য। সাধক রামপ্রসাদের কথায় এই মন যেন চাষের জমি। সেখানে অনবরত কর্ষণ করে জমিকে ফসল ফলানোর উপযুক্ত করে তোলা হয়। মনকেও ভগবানের নাম গুন জ্ঞানের মাধ্যমে উর্বর করে তুলতে হয় নিত্য যাতে মানব হৃদয় নিত্য নতুন ভাগবতী উপলব্ধিতে সমৃদ্ধ হয়। যে জীবন মনে প্রাণে হৃদয়ে ভগবানকে ধারণ, বরণ করতে পেরেছে সেই ভক্ত হৃদয়ের ভক্তির প্রবাহ হয়ে ওঠে নিত্য সচল। ভগবান যেন একান্ত আপনার হয়ে ধরা দেন তখন ভক্ত হৃদয়ের কাছে, সাধক প্রাণের কাছে তিনি বাস্তবের চেয়েও বেশি বাস্তব হয়ে ওঠেন। যেন পাশেই বসে আছেন, সদা স্পর্শ করে রেখেছেন যেন নিত্য জড়িয়ে রয়েছেন। প্রতি মুহূর্ত তিনি অনুভূত হন।

(*__তানিয়া ঘোষাল__ লিখেছেন সম্পাদকীয়ের এই অংশটি।)

সম্পাদকের সংযোজন ঃ—কর্মের প্রবহমানতায় সাধক যখন হয় কামনাবিহীন ও নিবেদিত, তখনই কর্মের চরিত্র বদল হয়ে কর্মই হয়ে ওঠে ধ্যানের মাধ্যম। কামনাবিহীন আর নিবেদিত কর্ম চিত্তশুদ্ধি করে। ভগবানে মতি আসে, ভগবানের জন্য গড়ে ওঠে একটু একটু করে ভালবাসা। নিষ্কাম কর্ম হলে নিজেকে ক্রমে ভগবানের পথে প্রস্তুত করতে প্রেরণা দেয়। নিষ্কাম কর্ম করার জন্য চাই প্রচণ্ড প্রয়াস। কর্মের সঙ্গে সঙ্গেই স্বার্থবোধ অজান্তে ফুটে ওঠে। এটি থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব যখন ভগবৎ ভালবাসা একটু একটু করে হৃদয়ে ফুটে ওঠে। চিত্ত শুদ্ধি হলে ভক্তি জাগে। আবার ভক্তির প্রভাবেই চিত্ত শুদ্ধি হয়। ভক্তি হলে আকর্ষণ রচনা হয়। মনে হয় ছুটে যাই ঐ ভক্তির কেন্দ্রে। ভগবানের কাছে ছুটে যাওয়ার প্রেরণা জাগে। ভক্তিতে ফুটে ওঠে শক্তি। ভগবানই এই শক্তি যুগিয়ে দেন। ভগবান স্বয়ংই অচ্যুত। যিনি চ্যুত হন না কোনও অবস্থায় বা সময়ে। ভক্তপ্রাণের প্রাণপাখি ভক্তিই। ভক্তি যত গাঢ় হবে ততই তার মধ্যে পূর্ণতা জাগবে। সব মায়ার আকর্ষণ তুচ্ছ—এটি বুঝতে পারবে ভক্ত হৃদয়। অনন্য ভক্তির এই ভাবসঞ্চার ভক্ত মন-প্রাণ-হৃদয়কে আনন্দে ভরিয়ে দেবে। যেন ভগবান স্বতঃই তার ভক্তির পুষ্পমাঝে সদা উপস্থিত।

—ঃঃ—

দেব সূর্যের উদয় হোক অন্তরে অন্তরে

অধ্যাপক (ডঃ) রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

দিব্য সূর্যই জীবনের ধারক। দিব্য সূর্যই আদি শক্তির প্রভাময় অঙ্গীর হয়ে জীবন আর জগতকে দিয়েছেন ভরিয়ে। মহাপ্রাণের মাঝে প্রাণসঞ্চারের দিব্য শক্তির অসংখ্য সব প্রাণে হয়েছে বিস্তৃত। এমন বিস্তার যার ফলে প্রাণের প্রদীপ হয় শিখাময় সর্বত্র। এমন বিস্তার হয়ে চলেছে যার প্রভার মাত্রা সব রকমের বিকাশের পথ দিয়ে। জীবন মাঝে দেবসত্য ধারণ করেছেন যিনি তারই জীবন পথ হয়েছে সত্যময় জ্যোতির্ময়। দেবসূর্যের দিব্য জ্যোতি জীবনের পথচলায় স্বতঃই ভগবানকে বরণ করে নিয়ে এগিয়ে চলবে জীবনের কর্মরথ। এমন করেই প্রতিদিনের আরেক প্রকরণের জগৎ সত্য সরিয়ে যখনই জীবন বরণ করে নেবে ভগবানকে, তবে তার ক্রম আবতর্নে ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তি হয়ে উঠবে। দেবসূর্যের পরম প্রকাশ অন্তর মাঝে আবার তারই গূঢ় প্রকাশ ঘটবে নিবিড় ভালবাসায়, বিশ্বাসের দৃঢ়তায় আর নিত্য বিকাশী চেতন নিবেদনে।

Ploto saw the human problem quite clearly two thousand years ago and came up with a wonderful metaphor to describe it.

Now consider whether knowledge is a thing you can possess in that way without having it about you, like a man who has caught some wild birds– pigeons or what not and keeps them in an aviary he has made for tham at home in a sense, of course we might say he 'has' them all at the time in as much as he possesses them, mightn't we? But in another sense he 'has' none of them, though he has got control of them, now that he has made them captive in an inclosure of his own; he can take and have hold of them whenever he likes by catching any bird he chooses, and let them go again; and it is open to him, to do that as often as he pleases... so now let us suppose that every mind contains a kind of aviary stocked with birds of every sort, some in flocks apart from the rest, some in small groups, and some solitary, flying in any direction among them all.. [Theatetus, 197-198a, cornford translation].

(Daniel C. Dennet, Consciousness Explained, Back Bay Books, 2024, p. 222)

প্রাচীন ঋষিগণ সত্যকে আহরণ করেছেন নিজ নিজ উপলব্ধির পথে। যার জন্য নির্বাচিত হয়ে ছিল যে পথ সে পথ অবলম্বন করেই সে ব্যক্তি বা জনগোষ্ঠী তাদের উপলব্ধির পথে রচনা করে নিয়েই এগিয়ে চলেন। জীবনের এই পথ অঙ্গীকারে যখন সাধকের অভীপ্সা এগিয়ে চলে জীবনের পথে হয়ে প্রবাহিত। জীবনের পথচলার জন্য যে প্রাণশক্তির সম্ভার তারই হয় জীবন মাঝে বরণ করে নিয়ে এগিয়ে চলায়। এগিয়ে চলবার এই প্রয়াস পর্বে হয়ে উঠুক জীবনের দ্বিতীয় পর্বের সাধন প্রয়াস। এই সাধন পর্বের এ উদ্যোগ স্বতঃই হয়ে উঠুক জীবন মাঝে স্বাতন্ত্রে ভরপুর। অন্তরের অগ্নি যে এখন হবে প্রকাশিত।

যৎ অগ্নে দাশুষে ত্বম্ অগ্নে ভদ্রং করিষ্যসি।
তবঃ ইহ তৎ সত্যম অঙ্গিরঃ।
উপ তু অগ্নে দিবে দিবে দোষাবঃ তুর্যিয়া বয়ম্।
নমঃ ভরন্ত এমসি। (ঋ. বে. ১/০০১/৬, ৭)

বৈদিক সাধন পর্বে ঋষিগণ হয়েছেন সাধন প্রয়াসী। অন্তর মাঝে চেতনার অন্তর যে ভাবে জীবনের এই পথচলায় জীবনের উৎস আর বিকাশ পর্বকে বরণ করে যে ভাবে জীবনের এই পথচলায় জীবনের উৎস আর বিকাশ পর্বকে বরণ করে নিয়েই ভগবৎ ভাব জীবনের প্রান্তে হয়ে যায়। এই অগ্নি বাস্তবত জীবনের যে জড় পরিচয়ের এই মানব মাঝে যে স্বপ্ন ছিল জীবনের সূচনায় আর যে বিকাশ জীবনে এসে হাজির হয় জীবন মাঝে হয়ে চলে জীবনপথে হয়ে ওঠে ঐ জীবন মাঝে এগিয়ে চলা। অন্তরের এই অগ্নি জীবন মাঝে ফুটিয়ে তোলার মধ্য দিয়ে হয়ে ওঠে নিত্য প্রকাশের এই ব্যাপ্ত প্রকাশের পর্ব দিয়ে এগিয়ে চলতে এগিয়ে চায় জীবন মাঝে ওঠে জীবনের যে অভীপ্সা রয়েছে নিজ জীবন পথের মাঝে হয়ে উঠতে চায়। সাধন জীবন এখন বিদ্যুতের ঝলক হয়ে ওঠবে জীবনের নতুন অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলে। অন্তরের অগ্নি স্বয়ং ভগবৎ স্বরূপ হয়ে স্বতঃই হয়ে ওঠে নিত্য বিকাশী সাধন চেতন। সাধক যখন অন্তরের অগ্নি উদ্বোধন করেন তখনই তারই হবে শিখাময় ব্রহ্মসত্যের এই অগ্নি কখনও

সাধনাগ্নি হয়ে উঠবে শিখাময়। এই শিখাময় অগ্নিই জীবনে সরাসরি প্রকাশ, দেবত্ব। জীবন হয়ে উঠবে ব্রহ্মময়।

দেববিচার প্রস্তুতি ঃ

যঃ পরস্তাৎ গ্রাম্যবাদী স্যাৎ তস্য গৃহদ্ বৃহীন আ হরেৎ
শুক্লান্ চ কৃষ্ণান্ চ বি চিনুয়াৎ যঃ যঃ শুক্লঃ স্যুঃ তম আদিত্যম্
চরুৎ নির্বপেৎ আদিত্য বৈ দেবতায়া
বিৎ বিশম এব অব গচ্ছতি। (তৈ. স. ২/৩/১/৭)

হোক সব প্রস্তুতির বিকাশ। যেমনে হয়ে গ্রাম্য।
জীবন বিকাশ যেমনে হয়েছে গ্রাম্য ম সমাজের নিম্নমূলে
শুভ্র ভাবনা আর কর্মের তফাৎ সব।
মলিন ভাবনা আর কর্মের সব উপহার এসেছে জীবন মাঝে।
সূর্যের দীপ্তি এসেছে জীবন মাঝে করতে প্রস্তুত।
যা কিছু হয়েছে প্রদীপ্ত জীবনের এগিয়ে চলায়।
এখন হোক জীবনের যা কিছু প্রকাশ ও দীপ্তির মধ্যে এগিয়ে চলায়।

দেববিরাজ ঃ

অভাগত অস্য বিৎ অনবাগতম রাষ্ট্রম ইতি।
আহঃ যে কৃষ্ণঃ সুষ্ঠম বরুণম চরুম নির্বপেৎ।
বরুণম বৈ রাষ্ট্রম উভে এব বিশম্ চ
রাষ্ট্রম চ এব গচ্ছতি। (তৈ. স. ২/৩/১/৮)

হয়েছে মানবিক স্বাভাবিক প্রগতির সবই।
এগিয়ে আসার সব প্রয়াস হয়েছে পূর্ণ আবেশে।
যখন হয়েছে সময় এগিয়ে চলবার এই পর্বে।
হয়েছে নিয়ত এগিয়ে চলবার নিত্য প্রয়াসে।
যখনই হয়েছে সময় অনাগত আগামীর সব উপাদান করতে সংহত।
বরণ করবার এই ক্ষণে হোক নবীন প্রকাশে মালিন্য মোচনে।
দেবতার কাছে এই নিবেতন হোক বিস্তৃত জগৎময়।
সর্বত্র হয়েছে বিরাজিত হয়ে পূর্ণ সমাহিত জীবন মাঝে।

অপ্রাপ্য সব প্রাপ্তির ক্ষণে ঃ

যদি ন অভ্যাগচ্ছেৎ ইমম অহম আদি তেভ্য।
ভগম্ নির্বপামি অ অমুষ্মৎ অমুষ্যৈ
বিশো অভাগন্তোঃ ইতি নির্বপেৎ অমুষ্যৈ
বিশো অভাগন্তোঃ ইতি নির্বপেৎ আদিত্য।
এবৈনাম্ ভগধ্যেয্যম্ প্রেপ্স্যান্টো বিষ্ম এব ময়স্তি। (তৈ. স. ২/৩/১/৯)

যদি হয়েছে ব্যাপ্ত জীবন সভায় হয়ে প্রদীপ্ত।
জীবনের সব অঙ্গীকার হয়েছে যেমন বিস্তৃত।
যা কিছু এসেছে নতুনের এই আহ্বানের পর্ব পথে
যেমনে তোমায় জেনেছি করেছি অনুসরণ এই জীবন প্রভায়।
আসুক সেই ক্ষণ জীবনের এই নবীন পর্ব করে বরণ।
যেমন করে এগিয়ে যাবার মন করেছে নিয়োজন সব প্রেরণা।
দেবতার বার্তা এসেছে এখন জীবনের এই ক্ষণ পর্বে।
হোক তার স্ফূর্তি এখন নবীন চেতন প্রভার পূর্ণতায়।

দেববৃক্ষের আশ্রয়ে ঃ যদি ন অভাগচ্ছেৎ অশ্বত্থন্ ময়ুকন
সপ্ত মধ্যমা ইষায়াম্ উপ হন্যৎ।
ইদং অহং আদিত্যান্ বধ্নাসি আ।
অমুষ্মৎ অমুষ্যে বিশো অভাগন্তঃ ইতি।
আদিত্যঃ একৈনাম বধ্নীরা বিশম অব গময়ন্তি। (তৈ. স. ২/৩/১/১০)
যখন হয়েছে সময় দেববৃক্ষের প্রভায় করতে বরণ।
অনুভব জীবনের সব বিচিত্র ভাবনা আর কর্মের।
মিলিত ফলের সমাহার যখন দিয়েছে সম্ভাবনা।
বিকাশের হয়ে দৃঢ় প্রসারে সদা প্রসারণ মান।
যেমনে হয়েছে ব্যাপ্তি এক ক্ষুদ্র বীজের প্রসারে
বেড়ে ওঠায় জীবনের সদা প্রসারণশীলতায়।
দেবশক্তির বিকাশে এসেছে দেববৃক্ষের আশ্রয় জগতে।
নিশ্চিত গতিময় জীবনের সম্মুখের জয়যাত্রায়।

জীবনের সত্যকে চিনে নিতে হয়। যা কিছু জগৎময় হয়ে রয়েছে বিস্তৃত সবকিছুর মধ্যে রয়েছে অন্তর্নিহিত সত্য। যে সত্য অন্তরে বিদ্যমান তারই প্রকাশ হয় উপলব্ধির রাজ্যে। উপলব্ধির এই সমারোহ হয় গভীর যখনই হয় অন্তর মাঝে তারই প্রকাশ হয়ে ওঠে জীবনময়। সাধক যখন ভগবৎ সাধন পথে এগিয়ে চলেন তখনই ক্রমে উপলব্ধির গড়ে ওঠে পরম সত্যেরই পথে। পরম সত্যের উপলব্ধির পথটিতে এসে যায় সাময়িকের সত্য। এই সাময়িকের সত্য প্রতিদিনের পথচলার মধ্যে ফুটিয়ে তোলে একান্তভাবে নিত্য পথের স্বরূপ আবিষ্কার করবার মানসে। নতুন পথ যখনই হয় উন্মোচন হয় একান্ত বিকাশে হয়ে ওঠে পথপ্রদর্শক। এমন করে হয়ে ওঠে জীবনের এগিয়ে চলার উদ্যোগে যেমনই হয়েছে তেমন করেই হয়ে উঠবে জীবনের একান্ত আবেশ। সাময়িকের সত্য যা কিছু সবই বাহ্যত গ্রাহ্য এমন নয়। বাহ্যত যা কিছু সত্য সবই ঐ পরম সত্যের একটি অংশ। সাময়িকের সত্য দৃশ্যত পরিচয়ের বাইরে হয়ে ওঠে নিত্য সনাতনের এই জগৎ প্রকাশের অংশ তারই হয়ে উঠেছে যেমন ঐ অনন্ত প্রকাশকে সময়ের গণ্ডীতে বরণ করে নিয়ে তার চর্যায় নিয়োজিত হয়ে থাকা। জীবনময় ব্যাপ্ত হয়ে থাকে ঐ অনির্বচনীয়ের প্রকাশ সত্য। এই সত্যকে বুঝতে বিশ্বমাঝে বিস্তৃত জীবময় ব্যাপ্ত।

What plato saw was that merely having the birds is not enough; the hard part is learning how to get the right bird to come to you when you call. He went on to claim that by reasoning, we improve our capacity to get the right birds to come at the right time. Learning to reason is, in effect, learning knowledge retrieval strategies. That is where habits of mind come in. We have already seen in crude outline how such general habits of mind as talking to yourself or diagraming-to-yourself might happen to tease the right morsels of information to the surface (the surface of what?). But more specific habits of mind, refinements and elaborations of specific ways of talking to yourself, can improve your chances even further.

The philosopher Gilbert Ryle. in his posthumourly published book 'On Thinking' (1979), decided that thinking, of the slow, difficult, pondering sort that Rodin's famous statue or the Thinker is apparently engaged in, must indeed often be a matter of talking to yourself. It is obvious that is what we (often) seem to be doing; we can often even tell each other the various words we express in our silent soliloquies.

(Daniel C. Dennett, Consciousness Explained, Back Bay Books, 2024, p. 223)

পাশ্চাত্য দর্শনের মৌল বক্তব্য জগতের দৃশ্যত হয়ে ওঠা নিরঞ্জন সত্য। এই নিত্য প্রকাশই এখনকার সত্য। ফুল যখন ফুটে উঠেছে তখন তাকে বরণ করে নেওয়ার মধ্য দিয়ে পরিচয় গ্রহণ হয়ে ওঠে গুরুত্বের। ভগবানের ভাবনা যখন দানা বাধে, অন্তর মাঝে হয়ে ওঠে জীবনময় ব্যাপ্ত হয়ে থাকা একান্ত বিকাশময় অবস্থা। এই অবস্থা জীবনকে নতুন করে চিনিয়ে দিতে পারে ভগবৎ

উপলব্ধি। উপলব্ধির দ্বার হল মন। মনের স্বাভাবিকতার মধ্য দিয়ে চিনতে হয় তাদের মধ্যে জগৎময় ব্যাপ্ত হয়ে যাওয়া নবীন পরিচয়ের গভীরতায় যায় ছড়িয়ে। এমন করেই হয়ে ওঠে জীবনের রূপান্তর পর্ব। এই পর্বের মাঝে ক্রমাগতভাবে মনের চরিত্রকে চিনে নিয়ে এগিয়ে যেতে হয় উপলব্ধির মধ্যে। একটি নবীন ভাবপথ। এমনই ভাবপথের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে হয় ভগবৎ উপলব্ধির মধ্যে।

মনের বিশুদ্ধির পর্বগুলি বরণ করতে হয় অন্তর মুখি হয়ে মন যখন বৃহৎ সত্যের উপরই নির্ভর করে। এমন একটি মনের প্রসন্নতার পটভূমিতে গড়তে হয়। এমন করেই জীবনের সব সত্য ও সত্য-শক্তিকে সংহত করে ভগবৎ উপলব্ধির নানা স্তরের মধ্যেই সীমিত হয়ে থাকবে। পাশ্চাত্য মনীষা ব্যক্তি পরিচয়কে বাড়িয়ে তোলে একান্তভাবে নিজেদের গতিপথ করে সীমিত। একান্ত সীমার পথকে করে নিত্য পরিচয়কে করে প্রকাশিত করে নিত্য প্রকাশই হয়ে উঠবে জীবনের নতুন আবিষ্কার পর্ব। এই পরিচয়বৃত্তকে করে নিত্য বিকাশের পরিচয় করে আরও দৃঢ় একান্তভাবে নিজ বৃত্তের সীমা অতিক্রমী। এই বিকাশের পর্ব হয়েছে জীবনের পথ হবে নিশ্চিত ভাববৃত্তের প্রকাশী স্বতঃই। বিশ্বমাঝে বিশ্বপতির প্রকাশ অস্তিত্ব হয়ে ওঠে নিত্য জাগরণের নিত্য পরশের বৃত্ত। এমনই বিকাশী হয়ে উঠবে যখন সনাতনী সত্যকে জানা যাবে অন্তরে বাইরে সর্বত্র। পরম হয়েছেন ভাস্বর জগতের নিত্য দিনের প্রকাশ সত্য।

যদি বা দূরত্বে, রয়েছ তুমি অন্তরে ঃ

যদি ন অভাগচ্ছেৎ এতম্ এব আদিত্যম্।
চরুম নির্বপেৎ ইধমে অপি।
ময়ুখান্ সংনহেৎ অনপরুধ্যাম।
এব অব গচ্ছতি। (তৈ. স. ২/৩/১/১১)

যদি হয় জীবনের দূরত্ব বিস্তার ভগবৎ সাধন পথে।
ভগবৎ সাধন পর্বে যদি হয় দূরত্বের ব্যাপ্তি চিন্তায় ও কর্মে।
যেমন দূরত্বের বোধ এসেছে জীবনের এই কর্মের পর্বে।
যেমন করে হয়েছে দূরত্বের পরিমাপ হয়েছে সম্ভাবনা।
জীবনের চর্যার পথে ও পর্বে ভগবৎ নিবেদন করবে অবসান দূরত্ব।
সাধকের সাধন যজ্ঞে হোক নতুন স্ফূর্তি পরম সাযুজ্যে।
এখন হয়েছে সময় জীবনের সব চাওয়ার পর্ব করে অবসান।
তোমার আকর্ষণে চলবে শুধুই এগিয়ে চলবার ছন্দ পথে।

সপ্তমাত্রার চেতন জাগরণে ঃ

অশ্বথ্য ভবনিত মারুতম, ব এতৎ ওজঃ যৎ।
অশ্বথ্য ওজসা এব বিশম্ অব গচ্ছতি।
সপ্ত ভবন্তি সপ্তাস্নতা বৈ মারুতঃ গণশা।
এব বিশ্বম্ অব গচ্ছতি। (তৈ. স. ২/৩/১২-১৩)

দেববৃক্ষের বিকাশ এখন হয়ে উঠবে দেবতার পথে।
নিত্য অভিযানে চলতে সব ছন্দ করি অধিকার জীবন মাঝে।
এখন এগিয়ে চলবার পর্বে সম্মুখে এসেছে হয়ে সহযোগী সাধনে।
করেছি পরাজয় সব বাধার প্রবাহ হবে ধ্বনিত জীবন মাঝে।
এখন এসেছে আহ্বানের শক্তি তোমারই এই পথ মাঝে
ঐ অশ্বথ্যের বিস্তৃত আশ্রয় করবে মোচন জীবন আকাশে সব স্পন্দন।
সপ্ত মাত্রায় প্রকাশ হবে এখন চেতন পরম উৎস সদাই।
এখন এসেছে আবার দেবতার আহ্বান অশ্বথ্যতের ব্যাপ্তিতে।

দীর্ঘ জীবনময় দেববিস্তৃতি ঃ

দেবা বৈ মৃত্যুঃ অবিভ্যায়ঃ তে প্রজাপতিম্।
উপধাবন তেভ্য এতম্ প্রজাপত্যম্।

শত কৃষ্ণলম্ নির্বপেৎ।
তায় এব এষঃ অমৃতম্ অবাধৎ। (তৈ, স. ২/৩/২/১)
দেবপ্রয়াসের ক্ষণ হয়েছে মূর্ত জগৎ মাঝে
দেবতার ভাবপ্রকাশ হয়েছিল মূর্ত ভক্ত জীবন মাঝে
সাধন প্রয়াস হয়েছে জীবন পথে ভাস্বর সদা প্রত্যয়ে
এসেছে এখন আহ্বন দেবচেতনের বেড়ে ওঠার ভক্ত চেতন মাঝে।
হয়েছে এই প্রয়াস অমৃতের পথে চলতে এগিয়ে হয়ে মৃত্যুবিজয়ী।
চলি এগিয়ে সদা প্রয়াসের এই আবর্তের মাঝে সদা আবর্তনে।
সনাতনী সৃষ্টির এখন হয়েছে উপলব্ধির জাগরণ পূর্ণতার অভীপ্সায়।
দেবজীবন করে আকর্ষণ জীবন পথের অভিযানে এই জীবন পথে।

অমৃতের আহ্বান এসেছে সাধন পর্বে ঃ

যঃ মৃত্যু বিভিয়াৎ তস্মা এতম্
প্রকাপত্যম্ শত কৃষ্ণলাম্ নির্বপেৎ
প্রজাপত্যম এব স্বৈন ভগধ্যেৎ উপ ধাবতি।
সঃ এবম্মিন্ আয়ুঃ দধাতি সর্বম্ আয়ুঃ এতি। (তৈ. স. ২/৩/২/২)
অমৃতের আহ্বান জীবনের পর্বে যখন এসেছে।
মৃত্যুর সব বাধা করে অতিক্রম চলুক এগিয়ে।
সাধন জীবনের সব আগ্রহ যেমন করে এসেছে
জীবনের স্বাদ সব মুহূর্তের নিবেদনে সব।
আগ্রহের সমাপনে হোক জীবনের বিপুল সম্ভার।
জগৎ ব্যাপ্তির এই ক্ষণে হয়েছে নবীন সৃষ্টির মধ্যে।
এখন আসুক বার্তা জাগরণের পর্বে উন্মোচনের আগ্রহে।
সব প্রতীক্ষার সীমা করে পার শাশ্বত সনাতনে করে আহ্বান।

ভগবান স্বয়ং এই সৃষ্টির সর্বত্র হয়ে রয়েছেন বিস্তৃত। বিশাল অশ্বত্থ বৃক্ষের মতই তিনি স্বয়ং বিস্তৃত। এই বিশাল আবিশ্ব ব্যাপ্ত জীবন বৃক্ষ হয়ে হয়েছেন বিস্তৃত। তিনি স্বয়ং সব প্রাণে হয়ে রয়েছেন ব্যাপ্ত ও বিস্তৃত। তাঁরই অঙ্গে অঙ্গে হয়ে রয়েছে বিপুল এই বিশ্বময় ব্যাপ্ত। মহাকালের এই অনন্ত বিস্তৃত সনাতনী প্রকাশের মধ্যে রয়েছে জীবচেতন সমূহ। এই জীবচেতনই প্রাণে প্রাণে হয়ে সঞ্চারিত জীবন সমূহের মাঝে হয়েছে সদাই বিস্তৃত।

উদ্ধমূলঃ অবাক শাখঃ এষঃ অশ্বত্থঃ সনাতনঃ।
তৎ এব শুক্রম তৎ ব্রহ্ম তৎ এবম তৎ অমৃতম উচ্যতে।
তস্মিন্ লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্বে তৎ উন অত্যেতি কঃ চন্। এতৎ বৈ তৎ। (কঠ. উ. ২/৩/১)

এই জগৎ সংসারে ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে বিশাল বৃক্ষের সব অঙ্গেই হয়ে থাকবে এই পরিচয় বৃত্তের বাইরে। সমগ্র সৃষ্টির মূলে রহয়েছে বিপুল বিস্তৃত বিকাশ হয়ে রয়েছেন। জীবনের সব ক্ষেত্রেই রয়েছে ভগবানের দিব্য স্পর্শ সবারই দৃষ্টির আড়ালে রয়েছে জীব ও ভগবানের সম্পর্ক। জীবচেতন যেমন করেই হয়ে উঠবে নিত্য পথের উপর আর এরই যে বাববিকাশ হয়ে উঠেছে জীবনের পথ নির্দেশ। স্বতঃই হয়ে উঠেছে জীবনের প্রকাশ পর্ব। এমন করেই হয়েছে যে বিকাশ সূত্র। এখন হোক ঐ নবীন অনুভবের জীবন বিকাশ। এখনই একান্ত অনুভবের এই পরম্পরায় আসুক জীবনের আহ্বান মহাকালের কাল প্রকাশে।

•'Even a human being today (hence, a fortion, a remate ancestor of contemporary human beings) cannot easily or ordinarily maintain uninterrupted attention on a single problem for more than a few tens of seconds. Yet we work on problems that require vastly more time. The way we do that (as we can observe by watching our selving requires periods periods of mulling to be followed by periods of

recapitulations describing to ourselves what seems to have gone on diving the mullingleding to whatever intermediate results we have reached. This has an obvious function : namely, by rehearsing these interim results. We commit them to memory, for the immediate contents of the stream of consciousness are very quicklly lost unless rehearsed. Given language, we can describe to ourselve what seemed to occur during the mulling that led to a judgement, produce a rechiarsansces version of the judgement process, and commit that to long term memory by in fact rehearsing it.' (Margolis, 1987), p. 60)

(Daniel C. Dennett, Consciousness Explained, Back Bay Books, 2024, p. 224)

ব্রহ্ম সনাতন অনন্ত কালব্যাপী মহাবিশ্বের এই জীবনযাত্রা স্বতঃউপলব্ধির এই প্রকাশে মাধুর্যে হয়েছেন বিস্তৃত। যেন এই একক প্রকাশের এই জীবন মাধুর্য গড়ে ওঠে জীবনের আকর্ষণ হয়ে উঠবে একান্ত জীবন প্রকাশী। এই বিশাল জীবন বৃক্ষের পরশ হয়ে উঠবে জীবনের মাঝে নিত্য স্বাতন্ত্রের বোধ। এই স্বাতন্ত্রের বোধ গড়ে ওঠে প্রকাশনকালে। স্বতঃ প্রকাশ হয়ে উঠেছে এখন জীবনময় জগতের সত্যকে জীবনে বরণ করে নিয়ে এগিয়ে চলবে একান্তভাবে এগিয়ে চলবার পথপ্রবাহে। অনুভবের এই পর্ব হয়েছে জীবনের জন্য নির্দিষ্ট পথ বিকাশের স্বাতন্ত্রে বিস্তৃত হয়ে রয়েছে এই প্রকাশ স্বতঃই হয়ে রয়েছে জগৎ ব্যাপ্ত সত্য পথের বিস্তৃত একান্ত সর্বত্র বিস্তৃত। এই প্রকাশই হয়ে উঠবে জগৎ মাঝে ছড়িয়ে হবে বিকাশী। ভগবান স্বয়ংই হয়েছেন এই বিপুল বিকাশী অমৃত বর্ষী স্বতঃ চেতন। এই চেতনবিকাশী কর্ম পরম্পরায় এই প্রকাশ হয়ে থাকা জগৎ অশ্বথের এই বিস্তৃতি জগৎময় হয়েছে ব্যাপ্ত। অনন্তকালব্যাপী এই একান্ত সম্ভাবনার সমস্ত ব্যাপ্তি এই বিশ্বময় মহাকালের প্রকাশ সত্য এবারই জগৎময় হয়ে উঠবে ভাস্বর। বিপুল ব্যাপ্ত সত্যময় তিনিই হয়েছেন সর্বত্র। তিনিই সত্যময় তিনি অমৃতময়। এমন করেই ব্রহ্ম সনাতন জীব ও জড় জীবনে হয়েছে জগৎময় অদৃশ্যে ব্যাপ্ত।

মহাকালের এই কালরথে হয়েছে জীবনের এই তাৎপর্য ফুটিয়ে তোলার জন্য এক নবীন সত্যের প্রকাশ। নবীন সত্য হল ভগবৎ প্রকাশকে নতুন করে বুঝে নেওয়া, নতুন করে উপলব্ধি করা। এই উপলব্ধির পথ হল জীবনের মাঝে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এমন সব উপাদান জীবনের জন্য নবীন ভাবসঞ্চারী। এই নবীন ভাবসঞ্চার হয়ে উঠবে এক একটি জীবন তার সব উপাদান এমন করে বোঝাই হল তাৎপর্যের। এমনই তাৎপর্য যার জন্য জীবনকে গড়ে তুলতে হয় একান্ত বিকাশের পরম্পরায় হবে জীবনের প্রত্যক্ষ সংবেদী নবীন সত্য চয়ন। এই নবীন সত্য নির্ভর করে থাকে জীবনের মাঝে স্বতঃই প্রকাশশীল ব্যক্তি স্পন্দন। এই স্পন্দন স্বতঃই হয়ে ওঠে জীবনের শাশ্বত সনাতনী জীবন প্রবাহ। এই জীবন প্রবাহ সকলের কাছে প্রাণ শক্তি উন্মোচন করতে স্বতঃ উৎসাহী। জীবনের পথচলায় এই প্রাণ শক্তির বিকাশ তাৎপর্যের। ভগবানকে বরণ করে নিয়ে স্বতঃ প্রকাশী। ভগবানকে নবীনভাবে চিনে নেবার এই পর্বটি স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়ে একাত্ম হবেন ব্রহ্ম চেতন স্পন্দনের সঙ্গে।

শতনামে ভাগবতী প্রকাশপর্বে ঃ শত কৃষ্ণানী ভবতি শতায়ুঃ পুরুষঃ
শত ইন্দ্রিয়ঃ আয়ুষি এব ইন্দ্রিয়ে প্রতি তিষ্ঠতি।
ঘৃতে ভবতি আয়ুঃ বৈ ঘৃতমঃ অমৃতম্ হিরণ্যম্।
আয়ুঃ চ এবস্মৈ অমৃতম্ চ সমীচী দধাতি। (তৈ. স. ২/৩/৩-৪)

প্রার্থনার পথ করে বরণ করেছি নিবেদন
ঐ মহান উদ্যোগ পর্ব হয়েছে ব্যাপ্ত জগৎময়।
শত বৎসরের এই আয়ুর পথ হয়েছে মূর্ত জীবনের পর্বে।
যেমনে রূপ বিন্যাস হয়েছে যজ্ঞের সব সাধনে ব্যাপ্ত
জগৎময় হয়েছে ব্যাপ্ত এই জীবনের প্রত্যয় পর্বের প্রবাহে।
এখন সময় দাও দেবসম্পদের যথা নিবেদনের এই নিত্য পথে।
অমৃতের আহ্বান এসেছে জীবন মাঝে স্বতঃ বিকাশে
তোমায় জেনেছি জীবনের দেব অঙ্গীকার পর্ব পথের শত বিকাশে।

চতুষ্কল ব্রহ্মের চতুবর্গের এই নিত্য প্রবাহে ঃ চত্বারি চত্বারি কৃষ্ণালানি অব দ্যাতি।
চতুরাবৎ তস্য অপ্ত্য।

একাধ্য ব্রহ্মণ উপহরতি একাধ্য।
এব যজমানঃ আয়ুঃ দধাতি। (তৈ. স. ২/৩/২/৫-৬)
এখন সাধন পর্বের এই ক্ষণে হয়েছে ব্রহ্ম উপলব্ধির উন্মোচন
প্রকাশনবান রূপে ব্রহ্ম প্রকাশ এই জগৎ মাঝে
হয়েছে ব্রহ্মের অনন্তবান রূপের উন্মোচন জীবনে
জোতিষ্মান তাঁর এই প্রকাশ জগৎ মাঝে হয়েছে ব্যাপ্ত
পরম প্রকাশকে এখন করেছি বরণ জীবনের এগিয়ে চলায়।
বিশ্বমাঝে যা কিছু হয়েছে সৃষ্টি তারই এখন নিত্য প্রকাশ।
আয়তনবান তাঁরই প্রকাশ এই জগৎ মাঝে স্বতঃই উপলব্ধিতে।
চতুষ্কল ব্রহ্মের এই প্রকাশ রূপ হয়েছে উন্মোচন জীবন পর্বের মাঝে।

দেবসূর্য হয়েছে দিব্য আলোক বার্তার আহ্বায়ক ঃ

আসু আদিত্য ন ব্যরচেতা তস্মৈ
প্রয়াসচিত্তম ঐচ্ছন তস্মা।
এবস্মিন রুচম অদধু যঃ ব্রহ্মবর্চসমঃ।
স্যাৎ তস্মৈ এতম সৌরম চরুম্।
নির্বপেৎ অমুম এব আদিত্যম্।
স্বেন ভগধ্বেন উপ ধাবতি।
সঃ এবস্মিন্ ব্রহ্ম বর্চসম্।
দধাতি ব্রহ্ম বর্চসিঃ এব ভবতি। (তৈ. স. ২/৩/২/৭)
যখন এমন ক্ষণ এল যে আলো হয়েছে রুদ্ধ।
সূর্যের প্রত্যক্ষ প্রভা হয়েছে আদৃশ্য গিয়েছে দূরে।
নিবেদনের প্রদীপ হোক পূর্ণতায় বিধৃত
যখন আসবে মিলনের ভাবনা সাধন পর্বের মননে
হবে তখনই উদ্যোগ আলোর প্রদীপে হয়ে ভাস্বর।
যেমন সূর্যের দীপ্তির তীব্রতায় হয়েছে ভাস্বর সব মনন ক্ষেত্র।
জগতের সব অঙ্গে অঙ্গে এসেছে আলোর ধারা
হোক বিস্তৃতি দেবতার দেবপ্রভা জগতের মাঝে আলোর দৃশ্যে।
আলোর বিকাশ হোক জীবনমাঝে অনুভবের নিত্য সঙ্গে।
ঐ দেবসূর্যের দীপ্তি আসুক জীবনের এই উত্তরণ পর্বে।
এখন অনুভবের দৃপ্ত প্রকাশ জগৎময় জীবনের উন্মোচনে।
ভাগবতী অভীপ্সার এই দীপ্ত প্রত্যয়ের সবটুকুর হোক প্রকাশ
দিব্য জীবনের এই প্রকাশ পর্ব হয়েছে উত্তরণের পথ মাঝে।
এমনই হবে জীবনের প্রকাশ ভগবৎ অঙ্গীকার পর্বে।

জীবের মাঝেই রয়েছেন শিব সনাতন, অদৃশ্যে ভাবস্পন্দনে। এই ভাবস্পন্দনই জীবন মাঝে সর্বদাই নবীন বিকাশ সঞ্চারী। এই বিকাশ সম্ভাবনা উপলব্ধির বিষয়। উপলব্ধির বিষয় জীবন মাঝে স্বতঃই বিকশিত ক্রমান্বয়ে সাধনের ধাপে ধাপে। মনন-স্পন্দন-বন্দন-অভিনিবেশ এসব পর্বের মধ্য দিয়েই এগিয়ে চলে জীবনের প্রত্যক্ষ সাধন জয়যাত্রা। উপলব্ধির এই জগৎ প্রতিনিয়ত এক নির্দিষ্ট পর্বে পর্বে বরণ করে নিয়ে এগিয়ে চলতে হয়। উপলব্ধির রয়েছে নানা স্তর নানা ধাপ। প্রতিটি স্তরে প্রতিটি ধাপে উপলব্ধি হয়ে চলে স্বাতন্ত্রে বিধৃত। স্বাতন্ত্রের বোধ শুধুমাত্র একটি নয়, বহুভাবে স্বাতন্ত্র হয়ে চলে স্ফূর্ত। এমন করেই স্বাতন্ত্রের অভিমুখে আগ্রহভরে শুরু হয় এগিয়ে চলা।

ভগবানকে জীবনে বরণ করে নিয়ে অনুধ্যানের পথ অবলম্বন করে নিতে হয়। ভগবানকে বরণ করে নিয়ে এগিয়ে যেতে হয় জীবন মাঝে কর্মের আবহে। ভগবানকে যদি বরণ করতে হয় তবেই হবে জীবনের আত্যন্তিক বিকাশ পর্বে। ভগবৎ উপলব্ধি সাধকের চরিত্র, তার সংস্কার, জীবনের লক্ষ্য উদ্দেশ্যকে বুঝে নিতে হয়। নানা ধরনের রিপুর তাড়ন মানবের জীবন মাঝে থাকে। এসবকে অতিক্রম করেই তবেই হয়ে থাকে তবে জীবনময় ভাগবতী উপলব্ধির প্রভায় জীবনটি আবারই হয়ে উঠবে মৌলিক বৈশিষ্টের।

'Here, in the individual habits of self-stimulation, in where we should book for kludges (it rhymes with stooges), the computer hacker's term for the ad hoc jury-rigs that are usually patched onto software in the course of debugging to get the stuff actually to work.

Here is a plausible example : Since human memory is not innately well designed to be superreliable, tast-access, random access memory (Which every von neumann machine needs), when the (culturally and temporally distributed) designers of the non Neumannesque virtual machine faced the task of cobbling up a suitable that would run on a brain, they hit upon various memory-enhancing Tricks. The basic Tricks is rehearsal, rehearsal and move rehearsal, abetted by rhymes and rhythmic easy to call maxims. The deliberate repeated juxtaposition of elements between which one needed to build a link of association so that one item would always 'remind' the brain of the next – was further enhanced, we may suppose, by making the associations as rich as possible, clothing them not just with visual and auditory features but exploiting the whole body.'

(Daniel C. Dennett, Consciousness Explained, Back Bay Books, New York, 2024, p. 224)

মানুষের চরিত্র গড়ে ওঠে তার জীবনের উত্তরাধিকার-সংস্কার-পরিবেশ-শিক্ষা-প্রভাবাদি সবকিছুর সমন্বয়ে। চরিত্র গঠন করবার উপাদান যেমন করে তার জীবন মাঝে প্রতিভাত হয় তেমন করেই হয়ে ওঠে। ভগবানকে বরণ করবার পর্ব হতে হয় বন্ধনশূন্য। নানা বাসনার বন্ধনে জীবন থাকে জড়িয়ে। কিছু বন্ধন রয়েছে যেগুলি থেকে সহজে সরে আসা যায়। আবার অন্য কিছু বন্ধন রয়েছে যেগুলিকে কাটিয়ে ওঠা কঠিন। ভগবানকে জীবনে বরণ করতে সক্ষম যে হয় তারই পক্ষে সহজ হয়ে ওঠে সব বন্ধনের সূত্র ছিন্ন করে সাধন পথের উপলব্ধি অর্জন করতে।

ন সন্দশে তিষ্ঠতি রূপম অস্য ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চন এনম।
হৃদা মনীষা মনসা অভিক্লৃপ্তঃ যঃ এতৎ বিদুঃ তে অমৃভাঃ ভবন্তি। (কঠ. উ. ২/৩/৯)

উপলব্ধির পর্ব যখন শুরু হয় তখন বোঝা যায় স্বরূপের বাতাবরণ কেমন। স্বরূপের অভীপ্সাকে নিয়ে যখন সাধন প্রাণ এগিয়ে যেতে পারে; তখন ক্রমান্বয়ে বিশ্বের মধ্যে ভগবানের প্রকাশ মাধুর্য সাধন প্রাণের মাঝে ফুটে ওঠে। সাধন পথে ক্রমাগতভাবে সাধকেরই উপলব্ধির ক্ষণপ্রভায় হয়ে ভরপুর আলোর প্রদীপটি হয়ে যায় জীবনময় ব্যাপ্ত হয়ে ঝড়িয়ে যায় জীবনের বৃত্তিতে। ভগবানকে অনুভবে বরণ করতে হলে চাই মোহ মুক্ত মন আর চেতন। মোহ নানাভাবে গড়ে ওঠে। মোহ বিরাজ করে সব কর্ম ও উদ্যোগের মধ্যে সহজাত হয়ে। এই সহজাত অবস্থা হল জীবের সাধারণ অবস্থার রীতি। মোহ গড়ে ওঠে পরিচয়ে-সম্পর্কের জালের মধ্যে। যে পরিচয় ও সম্পর্ক জীবন মাঝে রয়েছে প্রায় সবই সৃষ্টি করে বন্ধন। আপনত্ব-বন্ধুত্ব প্রভৃতি প্রাণের মাঝে করে দেয় আবিলতার বেষ্ঠন। যা কিছু নিজের বলে মনে হয়; যা কিছু পছন্দের এর সবই বা এই সব সম্পর্কগুলি করে ফেলে বন্ধনে আবদ্ধ। শ্রীরামকৃষ্ণ সতর্ক করে দিয়েছেন সাধককে যে মোহাচ্ছন্ন হয়ে যে মন এ মায়ার বন্ধনের কাছে জমে থাকে ভগবান লাভ তার দ্বারা সম্ভব নয়। এমন বিপুল সব মায়ার জালের গণ্ডী থেকেও ভক্তমন ভগবানকে বরণ করে তাঁর কৃপাপ্রাপ্ত হ'তে পারে।

সুবর্ণ প্রভাময় সাধন চেতন ঃ উভয়তঃ রুক্মৈ ভবতা উভয়তঃ এবস্মিন্।
রুচম দধাতি।
প্রয়াজে প্রয়াজে কৃষ্ণলাম জুহতি দিপ্ধ এবস্মৈ।
ব্রহ্মবর্চসম্ অব রুদ্ধ। (তৈ. স. ২/৩/২/৮-৯)

যখন হয় আগ্রহ জীবনের বিশেষ প্রয়াস পর্বে।
যদি হয়েছে ঐ আগ্রহের সার ভগবানকে করতে বরণ।

অনুধ্যানের এই ক্ষণে ভাগবতী উপলব্ধি সবারই এগিয়ে চলায়।
চলার পথের এই কর্মপ্রবাহ হবে জীবন কর্মের গতিমুখ নির্ণয়ে।
জেগেছে এখন ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা নানাবিধ কর্ম প্রবাহ পর্বে।
জীবন হয়েছে যদি বিরুপ ভাগবতী ভাবপথের অভিযান।
ভগবানকে করেছিল নিবেদন জীবন মাঝে, জগৎ মাঝে হোক।
এখন ভগবৎ প্রসাদে জীবন হয়েছে মধুময় স্বতঃই।

বিশ্বাগ্নি ঃ

অগ্নেয়ম অষ্টিরূপানম্ নির্বপেৎ সবিত্রাম দ্বাদশ কপালম্।
ভূম্যে চরুম যঃ কাময়েত হিরন্ময় বি ন্ধেয়ে হিরণ্যম।
সঃ উপ নামেৎ ইতি হিরণ্যম তৈন এবন এনাৎ।
বিন্দতে সবিত্র ভবতি, সবিতৃ প্রসিন এবম এনৎ বিন্দতে।
ভূম্যে চরুঃ ভবতি অন্যাম এব এনৎ বিন্দতে উপৈনাম হিরণ্যম নম্যমি। (তৈ, স. ২/৩/২/১০)

অনন্ত প্রভায় হয়েছে ব্যাপ্ত জীবনময় পরিমিতির আবহে
যখনই হয়েছে এগিয়ে চলবার নবীন পরম্পরার পরশ পর্বে।
অনুভব মাত্রই হয়েছে জীবন যাত্রায় হয়ে একান্ত পর্বের অনুভবে।
ঐ ভাব বিকাশ হয়েছে জীবন মাঝে রূপান্তরের রথ জগতের পটে পটে।
জগতে হয়েছে ব্যাপ্ত একান্ত বিকাশের সব রূপ বিন্যাসের একান্ত পরশে।
এই সাধন পর্বের যা কিছু হয়েছে একান্ত বিকাশের নিত্য প্রকাশে
সদা প্রয়াস হয়েছে জীবনের এই জাগরণের ক্ষণে করে অতিক্রম সব বিন্যাস।
এখন হোক জীবন মাঝে এই জগৎ চেতনের মাধুর্য পথের একান্ত বিকাশে।
চলেছি এগিয়ে পূর্ণতার পথে সদাই এই সাধন প্রয়াস মাঝে।
করেছি চেতন সংযোগ দেবতার এই চেতন বিন্যাস পথে হয়ে সংহত।
এখন হয়েছে পরম চেতনের এই দিব্য উন্মোচন পর্বের নিত্য বিকাশ।
এসেছি এখন তোমারই চেতন সাগরের গভীরে হয়ে একান্ত নিবেদিত।

দেব আকর্ষণের উপলব্ধিময় জীবন ঃ

বি বঃ এষঃ ইন্দ্রিয়েন বীর্যেন ঋদ্ধতে।
যঃ হিরণ্যম্ বিন্দতা এবাম এব।
নির্বপেৎ হিরণ্যম বিত্ত্ব ন ইন্দ্রয়েন
বীর্যেন বি ঋদ্ধতে। (তৈ. স. ১/৩/২/১১)

দেব আকর্ষণ যখনই আসে জীবন মাঝে
হয়েছে যদি উন্মোচন নবীন ছন্দের অপ্রকাশের বার্তা।
প্রেরণার শক্তি হয়েছে এখন সংহত জীবনের এই ছন্দ পথে
এখন হবে জীবনের স্বপ্ন সমূহ সংযোগে একান্তভাবে সংযুক্ত।
সব চেতন পরিচয় এখন হয়ে উঠবে জীবন মাঝে স্বতঃ প্রকাশবান।
ঐ অনন্তের শক্তি হয়েছে জীবনের একান্ত শক্তির পূর্ণ প্রেরণা।
জীবন পেয়েছে যে শক্তির সংহত প্রকাশ স্বতঃই জীবনে।
জীবনের এখন সুবর্ণ ক্ষণ তোমায় করতে বরণ স্বতঃই কর্মপথে।
ঐ অনন্ত প্রকাশ এখন জীবনের একান্ত বিকাশের প্রেরণায়
সত্যের পরশ দিয়েছে ভরিয়ে জীবনের একান্ত আবেশ পর্বে।

ভগবানকে যে বরণ করবে জীবনে তাকে হতে হবে নির্মোহ জীবনে। মায়ার অধিকার রয়েছে সব মন ও চেতনার উপর।

মনের অঙ্গনকে নির্মল করে তুলতে হয়। মানবিক মন নানা বিষয়ের আকর্ষণের আবর্তে পারে। এই আকর্ষণ মায়া মোহের কোন একটি ক্ষেত্র থেকে জেগে ওঠে আকর্ষণ। জীবনের মাঝে এই আকর্ষণ গড়ে ওঠে সব রকম প্রতিকুলতার মধ্য থেকে আনন্দ আহরণ করে থাকে। এই আহরণ হয়ে ওঠে একটি পর্ব।

ন তত্র সূরয়ঃ ভাতি ন চন্দ্র তারকং।
ন ইমা বিদ্যুতঃ ভান্তি কৃতঃ অয়ম অগ্নিঃ।
তম এব ভান্তম্ অনুভাতি সর্বম্।
তস্য ভাসা সর্বম্ ইদং বিভাতি। (মুণ্ডক. উপ. ২/২/১১)

এই জীবন প্রবাহ যেমন করে গড়ে ওঠে, তেমনি মনের অঙ্গন করে তুলতে হবে মালিন্য মুক্ত। মনের অঙ্গনে মালিন্য হল ষড় রিপুর সবই। যেমন ঈর্ষা-দ্বেষ-ক্রোধ-প্রতিহিংসা-লোভ-মোহ এসবই মনের মাঝের মালিন্য। এগুলি ভগবানের পথের জন্য শত্রু। ভগবৎ ভাব ও প্রবাহ হয়ে উঠতে পারে সেই সূর্যের রশ্মি যার প্রভা-প্রভাবে জীবনের সবকিছু হয় বিশুদ্ধ-অন্ধকার সরে যায় — আলো প্রবেশ করে সেখানে। এই আলো—দিব্য ভাবপ্রাচুর্য এনে দেয় জীবনে। পরম সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বরকে সূর্যের আলো দেখিয়ে দিতে পারে না। না হয় ঐ চন্দ্র-তারকাদি — না অগ্নি — না বিদ্যুত। এদের কোনওটিই মানুষকে বিশুদ্ধ মন দেয় না।

The analogy with the virtual machines of computer science provides a useful perspectve on the phenomenon of human consciousness. Computers were originally just supposed to be number crunchers, but now their number crunching has been harnessed in a thousnd imaginative ways to create the virtual machines, such as video games and word processors, in which the underlying number crunching is almost invisible, and in which the new powers seem magical. Our brains, similarly, weren't designed to quite magical (except for some very recent peripheral organs) for word processing, but now a large portion-perhaps even the lion's share-of the activity that takes place in adult human brains is involved in a sort of word processng, speech production and comprehension, and the serial rehearsal and rearrangement of linguistic items, or better, their neural surrogates. And these activities magnify and transform the underlying hardware powers in ways that seen (from the 'outside') quite magical.

(Daniel C. Dennett, Consciousness Explained, Back Bay Books, New York, 2024, p. 225)

ভগবান নিত্য সনাতন তিনি সূর্য তার আলোক দিয়ে ভগবানকে চিনিয়ে দিতে পারে না। জগতের মাঝে অথবা মহাজাগতিক কোনও আলোই পরমেশ্বরকে দেখতে পারে না, অথবা দেখিয়ে দেবার মাধ্যম হতে পারে না। বাইরের কোনও আলো দিয়ে ভগবানকে দেখা অথবা উপলব্ধি করা যায় না। পরমেশ্বর সনাতন স্বয়ং নানা কিছুর মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে পারে নিজেরই নিবেদনে। নিবেদন হল সমর্পন। ভগবানের এই বিপুল সৃষ্টির মধ্য থেকে। ভগবানের জন্য মন-প্রাণ যুক্ত হয়ে একাগ্রতার পটভূমি তৈরী হয়ে যায়। এই পটভূমির তাৎপর্য একেক জনের জন্য একেক রকম। একাগ্রতা বিক্ষেপ প্রভৃত বিরুদ্ধতার মধ্য দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয় মন-প্রাণকে আত্মস্থ করে নিতে হয় সমগ্র জীবন মাঝে। মনের মাঝে ষড় রিপুর প্রভাব একটি মানবিক প্রবৃত্তি। কম-বেশি বহু মানুষ এর দ্বারা গভীর ভাবে আক্রান্ত। এমন করেই হয়ে উঠবে জীবনের মাঝে অনাগত ভাবনার প্রভা। অনাগত ভাবনাদির আক্রমণ থেকে মুক্ত হতেই হবে জীবন মাঝে স্বতঃ বিকাশের সম্ভাবনার উন্মোচন। পরমেশ্বর সচ্চিদানন্দ স্বয়ং হয়ে উঠবেন ভাস্বর ক্রমে। মনের ক্ষেত্র মুক্ত হয়ে উঠবে ভগবানের কৃপার আশ্রয়ে। কৃপার আশ্রয় গড়ে উঠবে তখন যখন হবে জীবন মোহ-মায়া-বাসনা-লোভ-হিংসা-ঈর্ষা প্রভৃতির প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারবে। মুক্তির উপায় ভগবানকেই বরণ করে নিয়ে ক্রমাগত তাঁরই ভাবনায় নিমজ্জিত হয়ে থাকা। এমনই ভাবনার নিমর্জ্জন যার নিত্য বিকাশ মানবের মনে নিয়ে আসবে পরশ মণির পরশ। পরশমণির এই পরশ হতে পারে জীবন মাঝে নতুনের উন্মোচক পর্ব। ভগবানকে নতুন করেই চিনিয়ে দেয়, যেন এক নতুনের রাজ্যে একটি নবীন শুভ্র জীবন। এমন জীবন যেখানে থাকবে বিকাশের সব সম্ভাবনা আর বিকাশ মাধুর্য। ভক্তিতে ভালবাসায় ভগবানকে তখন জীবনে প্রকৃত ঠাঁই করে দেওয়া হয়।

জ্যোতির্ময় দিব্যচেতন জীবন মাঝে ঃ

এতাম এব নিবিপৈৎ যস্য হিরণ্যম।
নসেৎ যৎ অগ্নেয় ভবতি অগ্নেয়ম্।
বৈ হিরণ্যম্ যস্য এব হিরণ্যম তেন।
এব এনৎ বিন্দতি সবিত্র ভবতি।

সবিতৃ প্রসূত এবৈনৎ বিন্দতি ভূম্যৈ।
চরু ভবতি অস্যম ব এতৎ।
নস্যতি যৎ নস্যতি।
অস্যাম এবৈনৎ বিন্দতি। (তৈ. স. ২/৩/২/১২)

জীবন হোক জ্যোতির্ময় প্রভায় মণ্ডিত ভগবৎ আনুকূল্যে।
এখনই হয়েছে সাধন অগ্নির মূর্ত প্রকাশ মাধুর্যে হয়ে মূর্ত।
তোমারই দিব্য চেতন সঞ্চার হয়েছে সাধক প্রাণের গভীরে
জীবন পর্বে হোক নিত্য বিকাশ মাধুর্যের একান্ত প্রয়াস।
ঐ অনন্ত প্রতীক্ষার প্রান্তে হয়েছে অনুভবের প্রকাশ সাধনে।
এখন হয়েছে আগ্রহ আরও দীপ্ত নিত্য প্রকাশের পর্বে হয়ে মূর্ত।
এই জীবনময় হয়েছে জীবনের প্রাপ্ত প্রকাশ আর একান্ত নিবেদন
ঐ শুভ বার্তার এখন হবে ব্যাপ্তি জীবনের এই প্রবহমানতার পথ মাঝে।
ঐ পরম মাতৃশক্তির এখন জগৎ জনের পালনে কৃপা উন্মোচনক্ষণ।
এসেছে পরম সত্যের পরশ জগৎ সত্যের মাধুর্য পথের অধিকারে।
হয়েছি প্রাপ্ত ঐ দিব্য শক্তির বিরাজমান চরিত্র জীবন মাঝে
এখন সত্যের অঙ্গীকার জীবনের সব অঙ্গ অঙ্গ-পূর্ণতার আহ্বান।

স্মরণে মননে ভগবানের ভাবনাকে জাগিয়ে রাখতে হয়। যখনই জীবনের কর্ম বিষয়ে কোনও চিন্তা আপ্লুত করে দেয়। জীবন কর্মের বিষয়ে চলে আসে মনের মাঝে সংশয়, দ্বিধার হতাশা এসে মনকে অকির করে নেয়, অথবা কোনও আশঙ্কা-সমস্যা-বিপদ জীবন ভাবনাকে গ্রাস করতে এগিয়ে আসে, তখনই ভগবানের ভাবনাকে জাগিয়ে তুলতে হয়। সমস্যাদির সম্পর্কে মনের মাঝে যত বড় আশঙ্কা এসে স্থান দখল করুক না কেন, অধিকার এমন করেই অর্জন করতে হবে যে মনের মাঝে সবার আগেই ফুটে উঠবে ভগবানের ভাবনা। ভগবানকে নিবেদন করতে হয় ভাল-মন্দ, আনন্দ-দুঃখ, বেদনা-অবসাদ, সব কিছুই। ভগবানই সব কিছুর প্রথমে যেন চিত্ত মাঝে ফুটে ওঠেন। হয়ত বা ক্রম বিস্তারে কিছু বিষয় এসে হাজির হয়েছে অথবা বিশদ প্রভায় হাজির হয়েছে, যা কিছুই হোক না কেন, জীবনের চলমান প্রক্রিয়ার মাঝে যা কিছু শ্রেষ্ঠ তারই এখন হয়ে উঠবে ক্ষণ জীবন মাঝে ফুটে উঠতে।

শোকগ্রস্ত - বিপন্ন অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ আহ্বান জানালেন ক্লীবতা ত্যাগ করে উঠতে যুদ্ধে নিমগ্ন হতে। অর্জুনের বিষাদঘন অবস্থায় তার মধ্যে জেগে উঠল শরণাগতি। শরণাগতি অর্জুনকে মুক্ত করে এই অবস্থা হতে। অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শিষ্যত্ব প্রার্থনা করলেন তবেই হল সমগ্র ভাগবৎ গীতা।

'শিষ্যঃ তে অহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্।'

আমি তোমার কাছে শরণাগত হয়েছি; আমায় তোমার শিষ্যত্বে বরণ করে নাও হে কৃষ্ণ। অর্জুনের ঘুরে দাঁড়ান শুরু হল এই শিষ্যত্ব প্রাপ্ত হওয়ার পর থেকেই। বিপন্ন ও শোকগ্রস্থাবস্থা থেকে তার উত্তরণ হল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শমূলক ভাগবতী পথের অভিমুখে এগিয়ে যাওয়ার জন্য।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং দিব্য জ্যোতির্ময় সর্বত্র বিস্তৃত হয়ে অসংখ্য নানা রূপের মধ্য দিয়ে নিজের প্রকাশ রূপ উপহার দিলেন সৃষ্টির পর্বে পর্বে। এমন করেই হয়েছে ভগবানের প্রকাশ ভক্তজীবনের কাছে। অর্জুন নিজের শক্তি-সামর্থ-সম্ভাবনা সবই বিপুলভাবে ফিরে পেলেন ভগবানকেই গুরুরূপে বরণ করতে পেরে। এখন অর্জুন বুঝতে পারলেন তার জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি হতে পারে। অর্জুনের জীবন পটে ছিল যে দায়িত্ব ও কর্তব্য তার তাৎপর্য আবার নতুন করে ফুটে ওঠে। অর্জুন বুঝলেন তার জীবন নিবেদিত ধর্মের প্রতিষ্ঠা ও অধর্মের বিনাশের জন্য। ধর্মের প্রতিষ্ঠার কাজে অর্জুন নিজে একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারলেন এই ধর্ম প্রতিষ্ঠার কর্তব্য কর্মের দ্রুত সম্পাদনের জন্য। এই ভূমিকাটি পরিপূর্ণ করবার জন্য। ভক্তজনের জীবন রথ স্বতঃই তাঁর প্রিয় ভক্তজীবনের রথ চালিয়ে নেন — 'যোগক্ষেম বহাম্যহম'।

—ঃঃ—

মানব হৃদয় ভগবানের বিশ্রামাগার

মানবেন্দ্র ঠাকুর

'ভগবান যখন মানুষ হয়ে আসেন, সেই রূপটি কেমন হয়, তার কিছু কিছু ছবি আমরা তাঁদের লীলা অনুধ্যানের ভিতর দিয়ে পাই। যেমন শ্রীরামকৃষ্ণলীলা বর্ণনা করেছেন তাঁরই লীলা পার্ষদরা। শ্রীভগবানের লীলায় তিনি রূপময়, গুণময়, প্রেমময় আনন্দময়। তিনি দিব্য সত্তা, তিনি স্বর্গীয় আনন্দ ও প্রেমের ঘনীভূত মুর্তি। কিন্তু ভগবানের আরেকটি সত্তা আছে। সেটি হল অরূপ অনন্ত সত্তা। 'অনন্ত'। মানুষ কী করে ভাববে? মানুষ যে খুব ক্ষুদ্র, মানুষ যে খুব সীমিত। মানব সত্তার তিনটি স্তর আছে। প্রথম স্তর হচ্ছে জৈবিক; শারীরিক। দ্বিতীয় মন-বুদ্ধির স্তর। তৃতীয় স্তর আধ্যাত্মিক। মন-বুদ্ধির স্তরে নানা মাপের মানুষ আমরা আমাদের সমাজে দেখি। অনেক বড় বড় মানুষ দেখি, তাঁদের সম্পর্কে জানি। ইতিহাসে, পুরাণে বর্ণনায় অনেক বড় বড় মানুষের ছবি পাই। কিন্তু অনন্তকে কীভাবে দেখা যাবে বা পাওয়া যাবে? এর উত্তর খুঁজতে হবে মানবসত্তার তৃতীয় অর্থাৎ আধ্যাত্মিক স্তরে। মন ও বুদ্ধির পরিধি একটা সীমার রাজ্য পর্যন্ত। সীমার রাজ্য ছাড়িয়ে মানুষ কীভাবে অসীমে যাবে? সামর্থের একটা সীমা আছে। যাঁরা সসীমের সীমা অতিক্রম করে আধ্যাত্মিক স্তরে উন্নীত হয়ে অনন্তকে অনুভব করেন, এমন সাধকরা আমাদের অনন্তের আভাস দেওয়ার চেষ্টা করেন। যেমন একজন সাধক কবি—স্বামী প্রেমেশানন্দজী, শ্রীশ্রীমায়ের কৃপা ও আশীর্বাদপুষ্ট শিষ্য, তাঁর একটি গানে অসীমের রূপাভাস দিতে চেষ্ট করেছেন। যাঁরা গান রচনা করেন তাঁরা কবি, যাঁরা গান করেন তাঁরাও কবি, সাধক কবির গান দিব্য ভাব ও অনুভূতির স্পর্শ এনে দেয় শ্রোতার হৃদয়ে। একটি এমন গানের প্রথম দু-টি লাইন কতই না মাধুর্য পূর্ণ!

অরূপ সায়রে লীলা-লহরী উঠিল মৃদুল করুণাময়
আদি অন্তহীন, অখণ্ডে বিলীন, মায়ায় ধরিলে মানবকায়।

গানটির প্রথম এই দুইটি চরণের মধ্যে কবি একটি বিশাল ভাবকে প্রকাশ করেছেন। তিনি যিনি আদি অন্তহীন, করুণায় মানবকায়া ধারণ করেন। অনন্ত ভগবানের স্বেচ্ছাকৃত ক্ষুদ্রারূপ স্বীকার করা। যখন মানুষ সাধনায় তাঁর সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করেন, তখন ভগবানের করুণা-মমতায় মানবাকার ধারণ করার দৃঢ় অনুভব করতে পারেন। কবি গানে 'মায়ায়' বললেন এজন্য যে, ভগবান রূপ-অরূপের লীলায় বাঁধা পড়েন না। মায়ার যথার্থ তাৎপর্য হল—যা তিনকালে সত্য নয়, এমন যা কিছু, তাকেই মায়া বলা হয়। জগতের সৃষ্ট বস্তু বিনাশী, তাই জগৎ তিনকালে সত্য নয়। জগৎ বিশাল, তবুও বড়ই -ছোট। এই নীহারিকাতে অসংখ্য সৌরজগৎ আছে এবং তার মধ্যে অসংখ্য গ্রহ রয়েছে। কিন্তু সবই সীমিত। বৈজ্ঞানিকেরা দুরবীক্ষণ যন্ত্র লাগিয়ে অনেককাল থেকেই জগতের অনুসন্ধান করে চলেছেন, কিন্তু মহাকাশের শেষ সীমা নিরূপণ করতে পারেননি আজও। ধ্যানে মন মহাকাশ মহাবিশ্বকে ছাড়িয়ে রূপ-অরূপের সীমাবদ্ধতা লঙ্ঘন করতে সক্ষম। মনের অনন্তে লয় পাওয়াকে বেদান্তে নির্বিকল্প সমাধি বলে। যে মায়া অবলম্বনে ভগবান লীলা করেন, তিনিই তন্ত্রে আরাধিতা 'শক্তি', ব্রহ্ম এবং তাঁর শক্তি অভেদ।' স্বামী বামনানন্দের 'তোমাদের চৈতন্য হোক' থেকে গৃহীত।

'ঈশ্বর লাভ ব্যতিরেকে ভগবতী জীবন হয় না। শত সহস্র বৎসরের স্ফীত সাধনার শক্তি, ঐশ্বর্যের দীপ্তি, সত্ত্বগুণের ব্যাপক বিস্তার, সততা নিষ্ঠর যুগ্মস্থিতি, শত বৎসরের নিরবচ্ছিন্ন মানব কল্যাণ অথবা দান যজ্ঞ ভাগবতী জীবনের সূচনা করে না। এমনকি ভগবতী জীবনের পথে এগুলি সাহায্যও করে ন। পেতে হবে, স্বয়ং তাঁকেই পেতে হবে। জানতে হবে, চিনতে হবে, তাঁকে ভালেবাসতে হবে, পরম অনুরাগে আপনতম করেই যাত্রা শুরু করতে হবে। তাঁর সহযোগী, সহযাত্রী হয়ে চলা থেকেই শুরু করতে হবে যাত্রা। ক্রমশই ফুটে উঠবে আর বাক্য বিন্যাস নয়, কর্মবিন্যাস নয়, জানা অজানায় দোদুল্যমান থাকা নয়, তিনি, স্বয়ং তিনিই হাত বাড়িয়ে যেন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে বলছেন, 'ওরে আয়, চলে আয়।' তাঁর এই অনু থেকেও ক্ষুদ্রতম অথবা বৃহতাপেক্ষাও বৃহত্তর প্রকাশ ধারণ করবার জন্য আহ্বান করছেন। এই অবাধ, উন্মুক্ত ভগবত্তার স্বাদ বিতরণে তৎপর হয়ে আছেন তিনি জগত ব্যাপারে আনন্দ ধারার উন্মেষ ঘটাতে। তাঁর আনন্দময় সত্তা যেন ক্রমাগত ভাবে নিজ আনন্দের ডালি উজাড় করে মেলে ধরেছেন। এ এক পরমঘন আনন্দের স্পন্দন। কখনও আসে, কখনও চলে যায়। চূড়ান্ত অব্যবস্থায় বিস্তীর্ণ হতাশায়, গভীর দুঃ

খে এ ফল্গুধারার আনন্দ বারি শান্ত পরশে যে সমাহিত করে দেয় মনকে। আহা কি সুন্দর, আহা কি মধুর, মনোরম! যদি জগৎ উবে যেত, যদি এটাই হত-চিরকালীন অখণ্ডতা? হে পরমেশ্বর, তোমারই পরম করুণার উদার ধারাই পারে এমন অকৃপণ পরিবেশক হতে, অকৃপণ হস্তে সঞ্চার করে চলেছে, এই আনন্দের মুর্চ্ছনায় ভরিয়ে দিতে দুঃখ-সুখ ভারাক্রান্ত জাগতিক স্পন্দনকে। এ-তোমারই, যেন তোমার অনন্ত পরিসরে অবস্থান করে তোমার সম্পর্কে অনভিজ্ঞ এক প্রাণ নিজ সৃষ্ট জগৎ পরিসরে বসে তোমার ছন্দে স্পন্দিত হতে শুরু করছে ভরে উঠছে।

যাত্রার শুরুতে ছিল এক অজানা ভালাবাসা। আর পাঁচটা আজে বাজে নয়। এমন কিছু যার মূল্য আজকের জগৎ-ই মাত্র নয়, যা' বহুদিনের। যার আবেদন ব্যাপক, শাশ্বত, সকরুণ, যার সম্ভার হয়ে ওঠে, বেড়ে ওঠে, বড় হয়। বড় হওয়ার যা কিছু তার জন্যই আবেদন হৃদয়ে স্পন্দিত হয়েছে। হৃদয় বুঝে নিতে, জেনে নিতে, চেয়েছে পরমের রূপটিকে। কী সেই পরম বস্তু যা সদা বর্তমান? প্রথম উত্তরটি ছিল, ব্যক্তিগত বৃত্তের অতীত বিষয়াদি। মনে হয়েছে, অনেকের জন্য চাই কিছু করতে। দেশের কাজ, সমাজের কাজ এগুলিই যেন এনে দিতে পারে এক পরম উত্তরণ। যেন মুক্তির আবহ সৃষ্টির প্রয়োজনীয় শর্ত হল কাজগুলি এমন ভাবে সম্পন্ন করা অথবা কাজের ধরনকে এমন করে তোলা যার ফলে অন্যের উপকারে আসে কাজের ফলাদি। উদ্দেশ্য মুক্তি, উদ্দেশ্য এমন এক অবস্থার সৃষ্টি, এমন ব্যবস্থার পত্তন যার পরিণাম এক পরমানন্দের পরিবেশ। কার জন্য এই আনন্দ? মনে হয়েছে, এমন আনন্দ হলেই সবচেয়ে ভাল হয় যার ফল সকলের মধ্যেই হয় সঞ্চারিত। আনন্দের ঢেউ যেন সকলকে স্পর্শ করে, আন্দোলিতও করে। এ-যেন আনন্দের অভিসার।

আনন্দের খোঁজে এই অভিযানে যে দিকটি সদাই অবজ্ঞাত রয়েছে সেটি হল আনন্দের উৎস, স্বরূপ পরিণতি বিষয়ে ধারণা বা সাধারণ জ্ঞান। বহুজনের তৃপ্তি একক ব্যক্তির আনন্দের দ্যোতক হতে পারে তখন, যখন ব্যক্তি তার নিজ স্বার্থবৃত্তের পরিধিকে অতিক্রম করেছেন। সাধারণ জ্ঞান ধারণা নির্ভর হওয়ার ফলে আংশিক ও অপূর্ণ । পূর্ণতার অভীপ্সায় বৃত্ত হয়েও যদি ধারণা ও সাধারণ জ্ঞান নিদের্শিত পথে অভিযান চলতে থাকে তবে আংশিক সত্য ও আংশিক উপলব্ধির দ্যোতনায় এর প্রকৃত রূপটি ভিন্নতর হয়। অংশ, এমনকি অতিক্ষুদ্র একটি অংশকেই পূর্ণ বলেই প্রতীতি জন্মায়। অংশকে পুনঃ পুনঃ পূর্ণ হিসাবে দেখবার ফলেই পূর্ণ সম্পর্কিত জ্ঞানে আসে ভ্রান্তি। এই ভ্রান্তিটি চিরায়ত। ভ্রান্তির দ্যোতনায় সকলের মনে স্ফূর্তি আসে। ভ্রান্ত বোধকে অভ্রান্ত ভেবে কর্মোদ্যোগে ব্রতী হয় ব্যক্তি। ব্যক্তির জ্ঞান পরিধি ও অনুভব বৃত্তের মধ্যে আগত সব ভাবনা ক্রমশঃই ব্যক্তির চিদাকাশে প্রোজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এই প্রতীতি আসে যেন এটাই সব। যেন এখানেই জানা, বোঝার অনুভব করবার পরিসমাপ্তি। যেন জানা বোঝার অতিরিক্ত অনুভবের যে জগৎ তার ব্যাপক স্ফীত রূপই ব্যক্তি লাভ করেছে।

ব্যক্তি তার নিজ অভীপ্সার পথ ও অভীপ্সার উপাদানকে করেছেন স্থির। ব্যক্তির বোধ, বিশ্বাস, সংস্কার, অতীত-অভিজ্ঞানের পটভূমিতে তাঁর ভবিষ্যতের যাত্রাপথটি স্থির হয় যায়। স্থিরীকরণের ভিত্তি হয়ে উঠবে ব্যক্তির নিজস্ব সংস্কার, নিজস্ব আস্পৃহা, নিজ রুচি, সংস্কার ধারণ ক্ষমতা, যোগ্যতা ও অভিজ্ঞানের নিরিখে ব্যক্তি হয়ে উঠতে পারবেন স্বরাট। নিজ অঙ্গনে ব্যক্তি তাঁর চেতনা ও দ্যোতনার প্রভাব বিস্তারে তৎপর হন। যেন নিজ অবস্থান ও অবস্থার নিরিখেই ব্যক্তি নিরূপণ করে থাকেন নিজ অভিযানের পথটি।

আনন্দের উৎস, স্বরূপ ও পরিণতি বিষয়ে ব্যক্তির ধারণাটি গড়ে ওঠে তার নিজ সামর্থ্য ও সম্পদের ভিত্তিতে। ব্যক্তির নিজস্ব সত্য-সন্ধানী ও সত্য-উন্মোচনের ক্ষমতার ভিত্তিতেই গড়ে ওঠে তাঁর জ্ঞানের বৃত্তটি। যেমন সামর্থ্য, তেমনিই হয় উপলব্ধি। সামর্থ্যটি যেন আধারকে সূচিত করে, আধারের সামগ্রিক গুণরাজিকে করে দেয় নির্দিষ্ট। পরিণামী হয়ে ওঠে ব্যক্তির ধারণ ক্ষমতা। ধারণ ক্ষমতার নিরিখেই ব্যক্তি তার পাত্রোচিত উপাদানাদি ঠিক করে নেয়। যেমন বুঝবার ক্ষমতা, তেমনই বোধ। এভাবেই গড়ে ওঠে ব্যক্তির বস্তুজ্ঞান। জাগতিক বিষয় তো বটেই, পারমার্থিক ব্যাপারেও ব্যক্তির নিজ আয়ত্তের গুণরাজি ও ক্ষমতা তার জ্ঞান নির্ধারণ করে দেয়। বোঝার যোগ্যতা, দক্ষতা ও ক্ষমতার পরিকাশেই সত্যের স্বরূপ ব্যক্তির কাছে উন্মোচিত হয়। একাংশের বোধ ক্ষমতা নিয়ে পূর্ণ সত্য ধারণ ও অনুভব করা যায় না। পূর্ণ সত্যে উপলব্ধি আধারের ব্যাপ্তি দাবি করে, পূর্ণতা দাবি করে। হিমালয়কে ভালো করে বুঝতে হলে হিমালয় সদৃশই হতে হবে। হিমালয়কে দূর থেকে স্থানিক ও ক্ষণিকে দৃষ্টি দিয়ে দেখাও গ্রাহ্য। কিন্তু এই দেখার

মধ্যে দর্শনের তৃপ্তির পূর্ণতা হলেও, হিমালয়-সত্যের পুর্নোন্মোচন হয় না। হিমালয়কে তার একাংশের প্রকাশ ভিত্তির উপর জানা হল এখন। এর ফলে দর্শক ব্যক্তির মনে এই বিশ্বাসই অবলম্বন করে ব্যক্তি এখন হিমালয়কে নিয়ে নানা ভাব, পরিকল্পনা, কর্মপ্রচেষ্টার অবতারণা করবে। ব্যক্তি মানসে এখন হিমালয় জ্ঞানের ভিত্তি তৈরী হয়েছে। জ্ঞানটি ক্ষুদ্র ও আংশিক। অর্থাৎ হিমালয়-সত্যের আংশিক রূপই ব্যক্তির উদ্যোগের ভিত্তি। যেহেতু উদ্যোগের ভিত্তিতে রয়েছে খণ্ডজ্ঞান, তাই উদ্যোগ খণ্ড পরিণতি প্রাপ্ত হতে বাধ্য। খণ্ড উদ্যোগের ভিত্তি। যেহেতু উদ্যোগের ভিত্তিতে রয়েছে খণ্ডজ্ঞান, তাই উদ্যোগ খণ্ড পরিণতি প্রাপ্ত হতে বাধ্য। খণ্ডজ্ঞানের ভিত্তিতে যে উদ্যোগ তার ফল হবে মিশ্রিত। খণ্ড জ্ঞানটি সমগ্র সত্যের যত বেশি দুরে হবে, উদ্যোগের পরিণতি ততই হবে বিফল। পক্ষান্তরে, খণ্ড জ্ঞান যতই হবে মূল সত্যের সন্নিকটবর্তী, ততই তার ভিতর থেকে গড়ে উঠবে সদ্বস্তু। পূর্ণতার সমীপবর্তী খণ্ডজ্ঞানের প্রভাব ও পরিণাম অনেক বেশি হিতকর ও কল্যাণকর হয়ে উঠবে। ভগবৎ দ্রষ্টা রমাপ্রসাদ বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের রচিত গ্রন্থ 'বেদ বিজ্ঞানের গভীরে' তত্ত্বে প্রকাশে থেকে গৃহিত

প্রতিটি মানব দেহে প্রতিনিয়ত ভগবান বিশ্রাম করেন। দেখতে হবে এই বিশ্রামের যেন ব্যাঘাত না ঘটে। তাই ভগবান নিজে থেকেই ব্যক্তি হৃদয়ে অবস্থান করতে সতত ইচ্ছুক। ভগবানে এই ইচ্ছা ও মানসকে ভক্তি ভরে ভালোবেশে সাদরে গ্রহণীয়। এই ভালোবাসা হবে সম্পূর্ণ সমর্পণ কোন ফল লাভের আশা ব্যতিরেকে। ফল নিজ হতে আসবে তাঁর উপলব্ধি, গন্ধ ও স্পর্শের মাধ্যমে। তার অর্থ হল প্রভু সচ্চিদানন্দ পরমব্রহ্ম সনাতন লাভ।

—ঃঃ—

বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা

সুনীল কুমার যাদব

দিনের পর দিন বৃষ্টি নেই। মাঠ-ঘাট সব শুকিয়ে ফুটি ফাটা। খাল-বিল-পুকুর জল শূন্য। গাছ-গাছড়া সব শুষ্ক প্রায়। ত্রাহি ত্রাহি রব সর্বত্র। কিন্তু ত্রাণ কে কাকে করবে? চাষ-আবাদ নেই মাসের পর মাস। ঘরে অন্ন নেই। মানুষ-জন সব দিশেহারা। যে নদী জল-তরঙ্গে কল-কলা তো ছল-ছলা তো দিবারাত্র, সেই নদীই এত শীর্ণকায় হয়ে গেছে যে চোখে দেখা যাচ্ছে না। সবুজ সতেজ জঙ্গল রোদে জ্বলে বিবর্ণ হয়ে গেছে। বহু কষ্টে তবু চলছে জীবন। গ্রামের মানুষের এখন একটাই চাওয়া—বৃষ্টি। কত দিন বৃষ্টি দেখেনি এ অঞ্চলের মানুষ। জাত-পাত জাতি বর্ণ নির্বিশেষে ঈশ্বরের কাছে তাই এখন সবারই প্রার্থনা, 'হে ঈশ্বর মেঘ দাও। পানি দাও। বৃষ্টি দাও।' বৃষ্টি তো ছার, আকাশে এক চিলতে মেঘও নেই। রোদের তাপে সমগ্র আকাশ যেন উত্তপ্ত চাটু হয়ে আছে। দিন দুপুরে মাটি এত তেতে যাচ্ছে যে, তাতে পা ফেলাই দায়। যেন পা দিলেই পায়ে ফোঁসকা পড়ে যাবে। দুর্যোগ ঘনিয়ে আছে সারা এলাকায়। কিন্তু করণীয় কী?

সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, ধন-ঐশ্বর্য মানুষকে মানুষের থেকে তফতে রাখলেও, দুর্দিনে-দুর্যেগে মানুষ সে দূরত্ব ভুলে যায়। বাঁচা দায় হলে মানুষের মন থেকে সরে যায় সামাজিক সংকীর্ণ সব সংস্কারও। শিয়রে শমন এখন গ্রামবাসীর। প্রাণ ওষ্ঠাগত তাই এখন সবারই দায় প্রাণ ধর্ম রক্ষার। কিছুতেই কিছু যখন হচ্ছে না, এদিক খরার গ্রাস হয়ে উঠছে বিকট-মূর্তি, এলাকার মানুষ একজোট হয়ে গেল এক যোগীবাবার কাছে। যোগীবাবা সমাজ-সংসার থেকে একটু তফাতে রাখেন নিজেকে। জঙ্গল লাগোয়া তাঁর কুটির। ওই সামান্য কুটিরেই নিবাস করেন যোগীবাবা। গ্রামের সবাই বাবা বলেই সম্মোধন করে যোগীকে। যোগী মহারাজ কালে ভাদ্রে আসেন সমাজে। কিছু কল্যাণ-কর্ম করে আবার ফিরে যান তাঁর কুটিরে। আপদে-বিপদে গ্রামের সাধারণ মানুষও যান বাবার দর্শনে তাঁর কুটিরে। সকলের সঙ্গেই সদ্ভাব এই যোগী পুরুষের। সবাইকেই সদ-পরামর্শ দেন তিনি। কুশল করেন সবার।

গ্রামবাসীরা যোগীরা কুটিরে এসে দেখল, তাঁর শান্ত, শ্রীভাবেই কুটিরের নিত্যকর্ম করছেন। গ্রামবাসীদের কথাই বাবা এখন চিন্তা করছিলেন। ভাবছিলেন, মা ভবানীর ইচ্ছায় গ্রামবাসীরা আজ হয়তো তাঁর সমীপে আসবে। গ্রামবাসীদের একজন যোগীকে ডাকল, "বাবা"! যোগী মুখ তুলে দেখলেন। জলদ-গম্ভীর কণ্ঠে যোগী সাড়া দিলেন, "এসেছ। এসো"।

যোগ সাধনার দ্যুতি যোগীর সারা অঙ্গে। অরুণকান্তি যোগী। সারা দেহ থেকে ঠিকরে পড়ছে যেন এই দীপ্তি। কোন বিচলন

নেই, স্থিতধী মানুষটির সামনে গিয়ে দাঁড়ালে স্বাভাবিক ভাবেই শ্রদ্ধায় ঝুঁকে আসে মাথা, মন ভক্তিতে ভরে যায়। গ্রামবাসীরা এবার আর্তনাদ করে ওঠে। "বাবা, আর যে সইছে না, আপনি আমাদের রক্ষা করুন।" এক জন বলে উঠল, "বাবা, আমাদের যথাসাধ্য করেও, কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। আপনি তো সবই জানেন বাবা।" কেউ বলল, "আর কত দিন এভাবে চলবে বাবা, এক ছিঁটে বৃষ্টি নেই, আবাদী না হলে ছেলেপুলেরা কী খেয়ে বাঁচবে?" গ্রামবাসীরা কান্নার রোল শুনেও যোগী মহারাজ যেন নির্বিকার। বললেন, "শান্ত হও। বৃষ্টি হবে।" "বৃষ্টি হবে!" গ্রামবাসীরা যোগী মহারাজকে গভীর ভাবে বিশ্বাস করে। বাবা যখন বলছেন, তাহলে আশা আছে। বৃষ্টি হবে। এই সামান্য একটি বাক্য যেন গ্রামবাসীদের মুমূর্ষু প্রাণে শান্তির বারি সৃঞ্চণ করল। গ্রামবাসীরা শান্ত হলে, যোগী মহারাজ তাদের নম্র স্বরে বললেন, "তোমরা সবাই শান্ত হয়ে বসো। আমি তোমাদের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করব। আমার সঙ্গে তোমরাও ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করো।" যোগী মহারাজের কথা মতো সবাই স্থির হয়ে বসল। যোগী মহারাজ দীর্ঘক্ষণ ধ্যান মগ্ন থাকলেন। ধ্যান থেকে ব্যুত্থিত হয়ে যোগী মহারাজ গ্রামবাসীদের বললেন, "বৃষ্টি হবে। তবে সেই বৃষ্টির জন্য সবাইকেই ব্রত পালন করতে হবে।" ব্রত? গ্রামবাসীরা স্তম্ভিত। একজন বলে উঠলেন, "কী ব্রত বাবা? যোগী মহারাজ বললেন, "খুব কঠিন কোন ব্রত নয়। খুবই সহজ একটি ব্রত। কাল থেকে প্রতিদিন ভোর হবার ঠিক আগের বেলায় উঠে, গ্রামের প্রতিটি পরিবারের একজনকে এক ঘটি করে দুধ, গ্রামের খালে অর্পণ করতে হবে। কিন্তু সাবধান, কেউ যেন সেই অর্পণ না দেখে ফেলে। সে ব্যাপারে সাবধান থেকেই কাজটা প্রত্যেককে করতে হবে। আর দেখো, এটা এ অঞ্চলের সবার। তাই একজনকেও ফাঁকি দিলে চলবে না। তাতে অনর্থ হয়ে যাবে।" যোগী মহারাজের পরামর্শ নিয়ে সবাই যে যার বাড়ি ফিরে গেল। পরের দিন থেকেই শুরু হবে ব্রত পালন। ঠিক হল গ্রামের সবচেয়ে প্রবীন মানুষটিই খালে দুধের প্রথম অর্পণটি করে এ ব্রতের সূচনা করবেন। হল তা-ই। দেখতে দেখতে মাসাধিক সময় বিগত হলো। শেষের দিনটিও নিয়ম মতো একদিন এলো। শেষের দিনের ব্রত পালনকারী এই অঞ্চলের সবচেয়ে গরীব মানুষ। সারাদিন মানুষটা শুদ্ধাচারে এক মন হয়ে আছে, কিন্তু আর দুশ্চিন্তা এক ঘটি দুধের। কোথায় পাবে সে এক ঘটি দুধ। কীভাবে সে জোগাড় করবে? দেখতে দেখতে সকাল সরে গিয়ে দুপুর, দুপুর সরে গিয়ে বিকেল, বিকেল গিয়ে সন্ধ্যে, তারপর এলো সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। সেই ঝুঁজকো বেলা। কিন্তু গরীব মানুষটি এখন করবে কী? ব্রত পালন না করলে মহাপাপ হবে। সব জানাজানি হয়ে গেলে, এ অঞ্চলের লোকজন এই অঞ্চল থেকেই তাকে সপরিবারে তাড়িয়ে দেবে। অগত্যা অন্য উপায় না পেয়ে, সে এক ঘটি জল নিয়েই অন্ধকারে খালের পারে গেল। তারপর অনেক কেঁদে কেটে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলো, 'হে ভগবান, তুমি তো অন্তর্যামী, তুমি তো সবই জানো। আমার তো দুধ দেবার সাধ্য নেই। আমার এক ঘটি জলই তুমি গ্রহণ করো।" ব্রত পালনের পর্ব শেষ। এবার অপেক্ষা পরম প্রাপ্তির। সবার মনে আশা, বৃষ্টি এই এলো বলে। দিন যায়, সপ্তাহ যায়, মাস অতিক্রান্ত প্রায়। গ্রামবাসী আর ধৈর্য ধরতে পারছে না। এক জোট হয়ে আবার তাই যোগীবাবার সরণাপন্ন হল সবাই। সব শুনে বললেন, "তোমরা সবাই ঠিক ঠিক ব্রত পালন করেছ তো? কোন অন্যথা হয়নি তো?" যোগীমহারাজের কথা শুনে, সবাই সবার মুখের দিকে চাইছে, সবাই সবাইকে দেখছে। জনতার হাবভাব দেখে মহারাজ সবার উদ্দেশ্যেই প্রশ্নটা রাখলেন, "তোমরা সবাই-ই ঠিক ঠিক ব্রত পালন করেছ তো? খালে এক ঘটি করে দুধ যে প্রতিটি পরিবারের একজনকে প্রতিদিন ভোরের আগে অর্পণ করার কথা ছিল পালন করেছ তো? যোগী মহারাজের প্রশ্ন শুনে সবাই হতভম্ব। বাবাজী এ কী প্রশ্ন করছেন! কিন্তু এ প্রশ্নের উত্তরে কে কী বলবে ভাবছে। মহারাজ আবারও বললেন, "এমনটা তো হবার নয়। নিশ্চয়ই কোন ব্যত্যয় হয়েছে।" বাবাজীর কথায় সবাই ভয় পেয়ে যায়। কী হয়, কী হয় ভাব সবার চোখে মুখে। ঠিক এই সময়, সবাইকে অবাক করে দিয়ে, সবার আগেই যে গরীব মানুষটি খালে দুধের পরিবর্তে জল দিয়ে ছিল, সেই মানুষটিই আছড়ে পড়ল বাবাজীর পায়ে। "বাবা, আমি হতদরিদ্র মানুষ, আমি এক ঘটি দুধ আমি জোগাড় করতে পারিনি, তাই ভগবানের কাছে চোখের জলে ক্ষমা প্রার্থনা করে, এক ঘটি জলই দিয়েছি, বাবা। আমার বিশ্বাস ছিল, ভগবান আমায় নিশ্চয়ই ক্ষমা করবেন। ভগবান করুণাময়, এ দরিদ্রের এটুকু অক্ষমতা কী উনি ক্ষমা করেন নি?"

যোগী গম্ভীর মুখে বললেন, "তোমরা আর কে কে দুধের বদলে খালে জল দিয়েছ, স্বীকার করো।" এবার ঠক বাছতে গাঁ উজাড় হলো। যোগী মহারাজ বুঝলেন, এ দুর্দিনে এক ঘটি দুধও কেউ ভগবানের নামে উৎসর্গ করার মতো সদিচ্ছা রাখেনি। রাতের অন্ধকারে সবাই খালে দুধের বদলে জল নিবেদন করেছে। সবাই-ই অভাবে কারণেই যে করেছে, তা-ও নয়। এদের মধ্যে অনেকেই আছে, যারা এ দুর্দিনেও তাদের পরিবারের ভরণ পোষণ যথাসাধ্য করছে। তবুও যেহেতু অন্ধকারে কেউ তাদের কৃতকর্মটি চাক্ষুষ

করছে না, সেই সুযোগে এরাও এদের সাধ্যের কর্মটিও ভগবানের জন্য করেনি। হয়তো ভেবেছে ভগবান তো আর চোখে দেখছে না। অথচ মনে মনে বিশ্বাস, ভক্তি, মান্যতার কোন অন্ত নেই কারোরই। তবে মনে, মনে অনেক আশা নিয়ে, সে আসা প্রাপ্তির। ঈশ্বর যেন অদৃশ্য এক আশ্চর্য প্রদীপ। তিনি সব কিছু করিয়ে দেন, করে দেন। অথচ কিছু পেতে গেলে যে সাধনটি করা বাঞ্ছনীয়, তার সামান্য একটুতেই কাতর এরা দুবার ভাবে না। এ রকমই চলছে সংসার। আবার হাসেন যোগী মহারাজ। মনে মনে বলেন, "হে ঈশ্বর! তুমি এদের ক্ষমাই করো।" "অনেকটা পথ আমরা পেরিয়েছি, আরো অনেকটা পথ আমাদের পেরোতে হবে।" যোগী মহারাজ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। মনে ভাবেন "আরো কত দিনে এরা সজাগ হবে, মা, তুমিই জানো!" মহারাজ নিজ মনেই হাসেন। আকাশের দিকে তাকান। পরক্ষনেই ফিরে গ্রামবাসীদের দিকেও দেখেন। বললেন, "বৃষ্টি হবে। ভরা বৃষ্টি হবে। তবে সবুর সইতে হবে। মহামায়ার এ জগৎ সংসার তাঁর নিজের নিয়মে চলে। সেই নিয়ম মেনেই বৃষ্টি হবে। ধৈর্য্য ধরো, আর বিশ্বাস, বিশ্বাস আর বিশ্বাস—মনে, প্রাণে দৃঢ় বিশ্বাস রাখো। বিশ্বাসই হলো সেই শক্ত জমি, যার উপর এক একটা জীবন শত ঝঞ্ঝার মধ্যেও শেষ পর্যন্ত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। তোমাদের সবার মঙ্গল হোক।" (অনুলিখন—ম.বা.)

—ঃঃ—

প্রার্থনা

সনৎ সেন (পণ্ডিচেরি)

কখনও সুখে ও দুঃখে যেন বিচলিত না হই
সমানভাবে ও একইরকম থাকি দু'টোতেই
নিজের গভীরে প্রতিষ্ঠিত করো আমায়
সুদৃঢ় আত্মপ্রতিষ্ঠা দাও প্রভু।
মাটির ঢেলা, পাথর ও সোনার খণ্ডকে
যেন সমমূল্যে দেখি যেন সমানভাবে
প্রতিভাত হয় সবই।
প্রভু তোমার উপস্থিতিতে তোমার আলোয়
আমাকে আনন্দময় করে তোল সর্বদা
অপ্রীতিকর ঘটনা সমূহে যেন নিশ্চল থাকি
বিরক্ত না হয়ে নির্বিকার থাকি আর
তোমাতেই চিন্তনে মননে অবস্থান করি।
নিন্দা ও প্রশংসা যেন সমানভাবে গ্রহণ করি
সম্মানে ও অসম্মানে থাকি স্থির অবিচল
শত্রু ও মিত্রের প্রতি সমান দৃষ্টি দাও প্রভু।
নিজের সমস্ত উদ্যম প্রচেষ্টা শক্তি তোমাতেই
অর্পণ করি আর ফলের আশা না করে
আসক্তিহীন হয়ে তোমার ভাবনায় যেন
তোমারই কর্ম করি।

—ঃঃ—

ভগবানের শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ

প্রণবেশ রায়

ভগবান আমাদের একমাত্র আপনজন, চিরসখা। তিনি আমাদের সুখে, দুঃখে, বিপদে—সবসময় আমাদের সাথে রয়েছেন। বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্য তিনি যে সদাব্যস্ত তা নয়, —তবে আমরা যেন বিপদকে জয় করতে পারি, —এটাই ভগবান আমাদের আশীর্বাদ-স্বরূপ প্রদান করেন। আমরা দুঃখ, শোক, জরা, ব্যধি সহ্য করতে পারি- তাঁর ভালোবাসায়। এই পৃথিবীতে ভগবানই একমাত্র আশ্রয়। তিনি তাঁর মত করে গড়ে তুলেছেন এই পৃথিবী। ভগবানের এই সাজানো বাগানে আমরা দুদিনের জন্য ঘুরতে আসি। এখানে এসে পৃথিবীর রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শে আমরা মুগ্ধ হই। ক্রমে ক্রমে এই পৃথিবীর রূপ, রস, মানুষ, বস্তু—ইত্যাদির প্রতি আমরা হয়ে পড়ি আসক্ত। এদেরকেই আমাদের প্রকৃত সত্য বলে মনে হয়। —যাঁর জগৎ তাঁকেই আমরা ভুলে যাই। তাঁকে আমরা স্মরণ করি না। ফলে আমরা হয়ে পড়ি মোহ গ্রস্থ।

কিন্তু ভগবানই যে একমাত্র সত্য। তিনি আমাদের পরম আত্মীয়। —এই পৃথিবীতে আমরা এসেছি। একা। —আমাদের সঙ্গে কোনো সঙ্গী বা সঙ্গিনী আসেনি। এখানে এসে আমরা বিভিন্ন মানুষ জনের সাথে বাবা, মা, ভাই বোন, স্ত্রী, স্বামী, সন্তান, বন্ধু—ইত্যাদি সম্পর্ক তৈরী করি; আবার আমাদের মধ্যে মনোমালিন্যও ঘটে। আমরা একা হয়ে যাই। মনের অমিল আমাদের মধ্যে সম্পর্কের ভাঙন ধরায়। আমরা যখন বিপদে পড়ি তখন আমরা ভগবানেরই দ্বারস্থ হই। সেই সময় আমরা আমাদের একাকীত্ব সম্পর্কে সচেতন হই। আমরা যখন রোগগ্রস্থ হই, তখনও আমরা অনুভব করি যে আমাদের রোগ যন্ত্রণা আমাদেরকে ভোগ করতে হবে। আমাদের কষ্ট অপর কোনো ব্যক্তি ভোগ করবে না। অথবা আমরা যখন কোনো বিপদে পড়ি। তখন আমাদের মনে জেগে ওঠে চরম দুশ্চিন্তা। আমরা অস্থির হয়ে উঠি। অন্যরা কতটা এ বিষয় সম্পর্কে ভাবছে, আমরা সেটা উপলব্ধি করতে পারি না। কিন্তু আমরা খুব অস্থির হয়ে উঠি। এরকম কঠিন সময়ে ভগবানের শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ ছাড়া আমাদের আর কোনো উপায় থাকে না। আমরা ভগবানকে কোনো দিন দেখিনি। কিন্তু মনে মনে তাঁর কাছেই আমরা কাতর মিনতি জানাই। আমরা প্রচণ্ড মানসিক চাপ সহ্য করতে না পেরে তাঁকে জানাই যে আমাদের একমাত্র অবলম্বন তিনি। তিনি আমাদের পক্ষে যেটা ভালো সেটাই করবেন—এই স্থির বিস্ময় আমাদের মনে দৃঢ় হয়ে থাকে। আমরা আকুল ভাবে তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে থাকি। আমরা তখন ভাবি তিনি ছাড়া আমাদের আর কেউ নেই। তিনিই পারেন আমাদের বিপদ থেকে রক্ষা করতে।

কিন্তু ভগবানের তো কোনো দায় নেই। তিনি স্থির অচঞ্চল। —তিনি ভালো মন্দ—এ সবের উর্দ্ধে। তিনি এই পৃথিবীতে আমাদের দয়া করে এনেছেন। তিনি চাইছেন আমরা যেন ওনার কথা শুনে চলি। কিন্তু আমরা তা করি না। আমরা যখন সুস্থ থাকি, শান্তিতে থাকি, তখন ভগবানকে ভুলে যাই। আমরা এই জগৎ নিয়ে তখন ব্যস্ত থাকি। আমাদের ইচ্ছা মতো আমরা তখন জীবন অতিবাহিত করি। ভগবানের কথা আমরা সম্পূর্ণ ভাবে ভুলে যাই। এই ভগবানকে ভুলে থাকাই আমাদের সমস্ত যন্ত্রণার কারণ। ভগবানের স্মরণ মনন সবসময় করলে আমাদের মন শান্ত থাকে। তাঁর ওপর নির্ভরশীলতা বাড়তে থাকে। আমাদের মনের অস্থিরতা দূর হয়। তাঁর শ্রীচরণে আত্ম-নিবেদনে মনের ক্লান্তি দূর হয়। আমরা মনে আনন্দ অনুভব করতে থাকি। আর ভাবতে পারি এই জগতে সবাই আমাকে একা ফেলে রেখে চলে গেলেও তিনি আমাদের হাত ধরে থাকবেন কারণ তাঁর ইচ্ছাতেই আমরা এই পৃথিবীতে এসেছি। তিনিই কৃপা করে নিয়ে যাবেন পরপারে।

—ঃঃ—

শিব-ভাবে শক্তি সাধন

মনোজ বাগ

শিবোপলব্ধিই ব্যক্তি জীবনের পরম অবস্থা। ব্যক্তি শিবাবস্থাতেই একাত্ম থাকে তার পরমাবস্থায়। শিব-সত্যের উপলব্ধিই ব্যক্তির ঈশ্বর সাধনার প্রথম পাঠ। শিব-সত্তা পূর্ণ চেতনা; পরম চৈতন্য স্বয়ং। জীবনের শুরু দেহে এই শিব চেতনের জাগরণ দিয়েই। তারপর আমৃত্যু চলে তার শক্তি সাধনা। তবুও এ জীবন আসলে শিব ঠাকুরের শক্তি সাধনা। প্রতিটি জীবনেই শিব ঠাকুর করে চলেন তাঁর শক্তির সাধনা। জীবনে শিব, সাধন করেন শক্তির, কিন্তু নিজত্বটিকে বিস্মৃত না হয়ে। শিবের সত্তা পরম বৈরাগ্যের। যেখানে জাগতিক কোন কিছুর জন্যই আঁকড়া-আঁকড়ি নেই। তাই ব্যক্তি জীবনেও তিনি আভাসিত করেন তাঁর সেই নৈর্ব্যক্তিত্বকেই। যেন একটা না-মানুষ, না-ব্যক্তি; যেন একটা "কেউ-না" সত্তা। ব্যক্তিত্বের অভিমান প্রবল থাকে ব্যক্তির আমিত্বে বা নিজত্বে, "সূ আমার আমার" এই দাবির মুখর আলাপে, প্রলাপে, বিলাপে। তাই যে সব জীবনে শিব ঠাকুরের এই চির আত্মভোলা-ভোলানাথ অস্তিত্বটি উপেক্ষিত, সে সব জীবন পরম চৈতন্যেরই এক রূপ হয়েও তা জড়মূর্তি হয়েই জগতে রাজ করে। জগৎ সংসার তাতে দেখে শুধুই শিবহীন শক্তির নিত্য ক্রিয়া ও তার প্রতিক্রিয়া।

ঈশ্বর সাধনাই জীবন। জাগতিক ভাবে হোক বা মহাজাগতিক ভাবে, জীবনের সব সাধনাই এই ঈশ্বর সাধনা। স্বজ্ঞানে হোক বা অজ্ঞানে, জীবন চিৎ-সত্তারই ঐশ্বরিক ক্রিয়া। সূক্ষ্মতে, সূক্ষ্ম ঐশ্বরিক ক্রিয়া; বিরাটে, বিরাট ঐশ্বরিক ক্রিয়া। স্বজ্ঞানের ক্রিয়া, শিবত্বের বোধে ক্রিয়া। অজ্ঞানের ক্রিয়া, শিবত্বর বোধহীন ক্রিয়া।

ঈশ্বর শিব-শক্তিরই যোগ-সত্তা। যে জগৎ ঈশ্বরেরই অংশ। জীবনও তারই অংশ। জড় জগৎ যত ক্ষুদ্রই হোক, জীবন যতই সূক্ষ্ম আকারেরই হোক; মহাবিশ্বের প্রতিটি অনুতে কণাতে আছেন এই শিব-শক্তির যুক্ত-সত্তা। ঈশ্বর কোন একক সত্তা নন, ঈশ্বর কোন একক সত্তা নন, ঈশ্বর এই দুটি সত্তারই একত্ব। জীব জগৎ ও জড় জগতের উভয়ের যদি ঈশ্বরকণা; তবে প্রতিটি ধূলিকণা, ঈশ্বরকণাই। জগতের প্রতিটি চেতন-কণাই যেমন ঈশ্বর কণাই। জড় কণাতেও ঈশ্বর আছেন কণারূপেই। যেন বাপ-মার যৌথ ব্যবস্থা এইটি। বিন্দুতে হোক বা বিভুতে, সর্বত্রই তাঁরা একত্রেই থাকেন। থাকেন দ্বৈত সত্তায়, তবে অদ্বৈতেই সংস্থিত তাঁরা। যেন একটাই সংসার চালান দুটিতে মিলে। তবে শুধুই শিব-জোশে জীবন চলে না, সংসারও থাকে অচল হয়ে। আবার নিছক শক্তিও মুণ্ডুহীন দেহের মতো। কন্দ কাটা ধড়ের মতো। তাই শিব হীনা শক্তি যেন অন্ধ নিয়তি। শিব-নির্দেশিকায় যখন সচল হন শক্তি, ঈশ্বরের প্রকৃত স্বরূপ ক্রমশ প্রকাশ্য হয় জগতে, জীবনে। পরম সত্যও তার স্বরূপে বিকশিত হন।

ঈশ্বরে, ব্যক্তিজীবন ঠিক যেন মহাসমুদ্রের একটি একটি জলবিন্দু। যে জীবনেরও নির্দিষ্ট অবয়ব আছে, তার নির্দিষ্ট মন বা মর্জিও আছে। সাধারণ জীবন তার নিজের নির্দিষ্ট মন ও মর্জি নিয়েই মেতে থাকে। কিন্তু জলবিন্দু যেমন এক সমুদ্র জলে একাত্ম হয়ে থাকে, সে রকম ঈশ্বরে একাত্ম হয়ে জীব সাধারণ থাকে না। মানব সভ্যতার শুরুতেই ঋষি জীবনের প্রাথমিক অন্বেষণেই ছিল এই একাত্মতার প্রসঙ্গটি। এটিই সূত্র। এটিই কানেকশন। পাওয়ার স্টেশনের সঙ্গে ইলেকট্রিক বোর্ডের কানেকশন। এটি নিরন্তর অভ্যাসের জিনিস। কুকুরের ল্যাজের মতো স্বভাব বাঁকা একটি জিনিসকে নিরন্তর সোজা রাখার সাধনা এটি। 'আমি কী কিছুই নই? আমি তো অনেক কিছুই'। ব্যক্তি মাত্রই প্রায় প্রত্যেকেই এই ভাবনারই দাসত্বে অভ্যস্ত এক একটি সত্তা। মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়া থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এই ভাবনারই চর্চা যাদের ধ্যান-সাধনা। মানবের সমাজে ধর্ম ব্যবস্থার প্রথম প্রয়োজন ছিল, দাসত্বের এই শৃঙ্খলটি থেকে আপামর মানুষকে মুক্ত করে, একটি সুস্থ, সুশৃঙ্খল সমাজ ব্যবস্থার ভাবনায়। হোমো স্যাপিয়েন্স স্যাপিয়েন্স অবস্থার আগে পর্যন্ত মানুষ যা করেছিল, হোমো স্যাপিয়েন্স স্যাপিয়েন্স অবস্থার পরবর্তী সময়ে আর মানুষ তার সেই পূর্বাবস্থায় যেতে চায়নি। জীবনেরই ধারা এটি। কর্মমোত্তোরণ। কিন্তু আসল প্রশ্নটি, এই ক্রমোত্তরণ কোন পথে?

চৈতন্যময় সত্তা হিসেবে আমাদের অবস্থান এমন একটি স্থান, সেটি যেন একটি ঘরের চৌকাঠ। যার একদিক ঘরের অন্দর, অন্যদিকে বাহির। আমি কোন দিকে যাব? বাহিরে নাকি অন্দরে? যে আমাকে টানে, আমি তার অভিমুখেই যাই। যে টানে না, আমি ক্রমশ ক্রমশ দূরে চলে যাই তার থেকে। যার প্রতি আমার অদম্য টান, আমি তার গভীরে যাব, যার প্রতি আমার কোন টানই নেই, আমি তাকে তফাতে রাখব। তাই অনন্ত বহির্মুখ আমি, যখন হন্যে হয়ে বাহিরে ছুটেছি; অন্য এক অন্তর্মুখী আমি, তলিয়ে যাচ্ছি ভিতরে। কিন্তু এই ভিতর-বাহির তো সর্বত্রই আছে। অনুতে আছে, বিভুতে আছে।

চৈতন্যাবস্থাই এই জীবনের প্রধান গুণ। সমগ্র জীবনই চৈতন্যের লীলা। তবে সাধারণ জীবে চৈতন্য যে লীলা করে, তা কম-বেশি শক্তিরই হরেক ক্রিয়া। এতে শক্তির নানাবিধ বিকার থাকে, এখানে চৈতন্যের বিকাশ থাকে সামান্যই। যেন শিব ঠাকুর নাম কা আস্তে আছেন, অথচ স্বতঃস্ফূর্ত নন। প্রাণবন্ত নন। এই ক্রিয়া যথাযথ হয়, জীবন আত্যন্তিক ভাবে শিব-জ্ঞানে সদা স্থির ও সংহত থাকলে। এই দৃঢ় সংযমের অবস্থাটিই শিবের অবস্থা। যাতে কোন মোহ কী মায়ার ঘোর নেই। কোন নাগপাশ নেই। তাই মাৎসর্যের বিকারও নেই। তাই তিনি চির অবাধ, উদার এবং সমস্ত রকমের অবগুণ্ঠন থেকে মুক্ত। আবার একই সঙ্গে তা সদা স্ফূর্তও। যেন সদাই স্ফূটন্মোমুখ। ক্রমশ ক্রমশ প্রকাশ করছেন নিজেকে। এই উৎসর্জনটি যদিও শক্তির মাধ্যমেই প্রকাশিত। জীবনে তাই সবার আগে কুঁড়িভাবে হলেও ফোটে শিবত্বের জ্ঞান। জীবনে আগে চৈতন্যই জাগরিত হন, তারপর আর যা কিছু। জীবন এই শিবরূপ চৈতন্যেরই ক্রমবিকাশ যে। মানব সভ্যতার প্রায় প্রতিটি মহাজীবনেই এই শিবের সাধন আছে। শিবত্বে যা সুস্থিত, জীবন তারই চলন। এই স্থিতি তার আত্মবোধে বোধ। লোক কথায় শিবকে বলা হয় ভোলানাথ। যিনি আত্মভোলা হলেও পূর্ণ জ্ঞানেরই দেবতা। তিনি ভুলে থাকেন তার নিজস্বতার সব অভিমান। তাই জীবনের যে কোন সাধনায় আগে, প্রয়োজন পড়ে শিবত্বের অর্জন বা লাভ, বা শিবের আশীর্বাদ বা বর। তারপর অপর যা কিছু। এটি না হলে, সসাগরা শক্তির অধীশ্বরও বেচাল হতে বাধ্য। কিন্তু শিবের শক্তি তো তাঁর ধী-শক্তি। যেটি তাঁর চির নৈর্ব্যক্তিত্বের অবস্থা। গোল বাঁধে এখানেই। শিব ঠাকুরের এই ধী-ভাবটিতে যারা হৃদয়ে মনে প্রাণে একাত্ম হতে পারেন নি, তারা প্রায় প্রত্যেকেই প্রভূত শক্তির অধিকারী হয়েও পরবর্তী কালে হয়েছেন নিজেই নিজের বিনাশের কারণ। তাই অনেক শিব-সাধকেরই অন্তিম পরিণতি হয়েছে, সমূল বিনাশ। রাবণ, হিরণ্যকশিপুর মতো শক্তিমানরা—এরই উদাহরণ। কথিত আছে, হিরণ্যকশিপু শিবের বর পেয়ে তাঁর পরম আবাসস্থল হিমালয়টাকেই সমূলে নাড়াত উদ্যোগী হয়ে ছিলেন, নিজের

শক্তির প্রমাণ দাখিল করতে। এগুলি সবই দৃষ্টান্ত।

শিব সত্যের অসাধারণ ব্যাখ্যা আছে আচার্য শঙ্করের নির্বাণষটকমে। যেখানে আচার্য বলছেন পরম "আমি" সত্তার কথা। বলছেন, "আমি মন-বুদ্ধি-অহংকার-চিত্ত নই। আমি কান বা জিভ নই, নাক বা চোখ নই, ব্যোম কী ভূমিও নই, এমনকি তেজ বা বায়ুও নই, আমি চিদানন্দ রূপ শিব।" অর্থাৎ সদা আনন্দময় চিত্ত, শিব।।

শ্লোক— "ওঁ মনোবুদ্ধোংকারোঃ চিত্তানি নাহং, ন শ্রোত্র ন জিহ্বে, ন ঘ্রাণ ন নেত্রে।
ন চ ব্যোমভূমী ন তেজো ন বায়ু—শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোছম্ শিবোহহম্।।"—১

বলছেন, "আমি পঞ্চপ্রাণ নই, পঞ্চবায়ু নই, সপ্তধাতু নই, পঞ্চকোষ নই। আমি বাগিন্দ্রিয়, হস্ত, পাদ, উপস্থ, পায়ু নই। আমি জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ শিব, আমি স্বয়ং শিব।" আচার্য আরো বলছেন, "আমার অনুরাগ ও বিরাগ নাই; লোভ ও মোহ নাই; অহংকার ও মাৎসর্য নাই; ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ নাই;...।"

"আমার পুণ্য, পাপ, সুখ, দুঃখ, মন্ত্র, তীর্থ; বেদপাঠ ও যজ্ঞ নাই; আমি ভোজন, ভোজ্য বা ভোক্তা নই।..."

"আমার মৃত্যু, ভয় ও জাতিভেদ নাই; আমার পিতা মাতা ও জন্ম নাই। আমার বন্ধু, মিত্র, গুরু, শিষ্য নাই, আমি চিদানন্দস্বরূপ শিব, আমি শিব"। নির্বাণষটকম-এ এরপর আচার্য শঙ্কর বলছেন,

"অহং নির্বিকল্প নিরাকাররূপো বিভূত্বাচ্চ সর্বত্র সর্বেন্দ্রিয়াণাম্।
ন চাসঙ্গতং নৈব মক্তির্ন মেয় শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহহম্ শিবোহহম্।।" (৬)

অর্থাৎ আমি নির্বিকল্প, নিরাকারস্বরূপ, সর্বব্যাপি বলেই সর্বত্র বিদ্যমান; আমি ইন্দ্রিয়বর্গের সঙ্গে সংযুক্ত নই, আমি যুক্তি নই, জ্ঞেয়ও নই; আমি চিদানন্দস্বরূপ শিব, আমি শিব।।

শিব ঠাকুরকে নিয়ে অনেক গল্প আছে আমাদের শাস্ত্রে। বিভিন্ন ব্যঞ্জনাপ শিবের একটি মূর্তি আমাদের সামনে আছে। তবে শিব সত্য বা সত্তা সম্পূর্ণই উপলব্ধির বিষয়—সে মূর্তির চিত্রায়ন বাহ্যত হয় না। সম্ভবও নয়। শিবের পূজা শিবত্বের ভাব বোধে বোধ করাতে। সাধারণ ভক্তদের সিংহভাগই এই বোধ-উপলব্ধির ধারও মাড়ান না। মনে হতে পারে, শিবের সবটাই যেন "না"-র ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই রকম একটি "কিছুই নয়-কে" কী বাহ্য কোন ইন্দ্রিয়ে বোঝা সম্ভব? আবার বলা হয়েছে "যত্র জীব, তত্র শিব"। জগতের প্রতিটি জীবেই আছে শিবের অবস্থান। আপাতভাবে মনে হতে পারে, শিব-সাধনায় "না"-এরই প্রসঙ্গ থাকলে, শক্তি সাধনায় াছে "হ্যাঁ"-এর উপর্যুপরি ব্যবস্থা। সমগ্র জগৎই তো মহামায়ার প্রকাশ। মহাবিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সবটাই তো তিনি। তাই যেন দুটি বিপরীত ধর্মী সত্য। আসলে একটাই সত্য। যদি বলি, শিব-শক্তি একটি অখণ্ড সত্যেরই দুটি ভাব। ভুল হয়ে যাবে। আসলে একটাই ভাব, একটাই সত্তা। মনে হত পারে এটি দ্বৈতের সাধনা। আসলে টি অদ্বৈত সাধনা। তবে প্রাথমিকভাবে, শিব সাধনার জমি বা পীঠ বা বেদী। যাক আমরা আসনও বলেছি। যেন বাড়ির ভিত। যে ভিতরে ওপরই অনড় থাকে সাধকের জীবন। ভিত পাকা না হলে বাড়ির স্থায়িত্বের নিশ্চয়তা দেওয়া যেমন সম্ভব নয়। তমনই যার শিবজ্ঞানই নেই বা শিবোপলব্ধিই হয়নি, তার সাধনা নিছকই কোন ব্যক্তি-জীবনের ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছায় ক্রিয়া আর কিছু নয়। তাতে কসরত যাই থাক, আধ্যাত্মিকতা বা পরমাত্ম-সাধন আছে সামান্য। তাই ভারতীয় অধ্যাত্ম ধারায় শিব-ঠাকুরর যে পরিচয় পাওয়া যায়, সেটি চির মুক্ত, অথচ চিরন্তনতার একটি ভাব বিগ্রহ।

এই ভাব-বিগ্রহই আমাদের অন্তরে অন্তরীণ সেই বেদপুরুষ। ইনিই সেই পরম অন্তরালো। অন্তরের আলোকমণ্ডিত সেই অরূপ, যিনিই সেই পরমাত্ম-স্বরূপ, পরম অপৌরুষ। সমগ্র বেদ এই পরম অপৌরুষেরই উপলব্ধ পরম বাক, যা আমাদের কাছে বাণী। যা অনাদির-অনন্তের। যার ধারা আজও আছে অবিরাম, অবিরত। কিন্তু যদি তাঁর প্রকাশ-মুখটিকেই আমরা পাথর চাপা দিয়ে রাখি, তা হলে যা হবার, বিগত কয়েক হাজার বছরের ভারতের ইতিহাস তারই প্রমাণ। ভারতই সেই ভূমি যেখানে এই পরম উপলব্ধিটি একজন মানুষ তাঁর ধ্যানাসনে বসে করেছেন। ইনিই ঋষি। ঋষ্ ধাতুর সঙ্গে ইন্ প্রত্যয় যোগে ঋষি শব্দটির উৎপত্তি। অর্থ-যিনি শেষ পর্যন্ত যান। যিনি জ্ঞান ও সংসারের পারে যান। সাধারণ মানুষ আটকে থাকে সংসার নামক এক বিরাট চক্রব্যূহে, যাকে মায়া বলেই আমরা জানি। আমাদের শিব সত্তাটিও এই মহামায়ার বাইরে নন। তবে মহামায়ার মায়াজালে আটক তিনি নন। মানুষের সমাজের আধ্যাত্মিক সাধনার সব কসরত শেষ পর্যন্ত এই মায়ায় বদ্ধ না থাকারই নিরন্তর চেষ্টা।

—ঃঃ—

DIVINE WISDOM

Prof. (Dr.) Rama Prosad Banerjee

Na sandrishae tishthati rupam ausyah.
Na chakshusah pashyati kashanam.
Hridah Manisha manasah aubhiklaptoh
Yah etasmin etad biduram tae austae bhabanti. (K.U. 2-3-9)

The *'Kalpa-Briksha'* is non-discriminative in its support to all creatures. However, the method attached with each to get connected with the *Kalpa-Briksha* is something which the devotee has to create her or his own pathways. The simple and straight pathway stands as the basis of what could be the best way to absorb the divine thoughts within. The devotee needs to have the idea and allied perception about the best spiritual pathway to create the realization happen in the best possible manner. Realization that overlaps from the meditative spiritual position to the regular living and activities stands as not only durable one but has the essence of the spirit of life and the basis of the locus of life. Thus, once the devotee has the vision of God in any way, she or he has to make a point that God has created provisions for the realization. Thus, it is prudent to have the realization of God in mind in the context of the time now and that of the time emergent. The time emergent shall invoke the spirit of God in the context of the transactions of the world. One way is to create engagements in mind by remembering the vision that was earned. Have that vision nurtured within while getting engaged in the work and transactions of the world. A vision of Supreme thus remains alive.

The other way is to remember God by any symbol that is connected to the divinity. Alternatively, the image, impression, name to include in the factor of the spread of life. As such the factors of realization would converse to the spirit of him may be as some formation of life and on the other hand the basis of the divine focus may be created just to have the focus on him. His words, his gesture, his aura reveals him. God on earth attempts to shed away from the people of earth. This is to avoid unnecessary stir in the society between those who love and care for him and the others who turn away. Intense element of love in mind is one way or the most formidable way of getting in touch with God the supreme.

Yada pancha jnanani abatishthantae manasa saha.
Buddhih cha na bicheshthatae tam aahuh paramam gatim.(K.U. 2-3-10)

Understanding infinite vision and having the sense that the same infinite vision applies to the cause and reality of life. the belief is needed to nurture that God reveals his presence in different ways of which the factors of realization that happens at the eventual progress in the pathways of time. Time eternity and time empirical progress as if two parallels however it is the time eternity that combines with the time now to make the time forward happen in the best opportune way to combine with the time now. Whereas the time now pulls towards earth consciousness, time-eternity invocates for the holistic understanding of the factors of life in the context of the regularity of things that are happening in the world. Thus, the earth system shall be blessed with the gift of realization through the devotees. The devotee mind would thus create a synthesis between the spirit of divinity on one hand and the spirit of the divine, Shivah.

Na eva bacha na maunasha praptum shakyo na chakshusha.

Austi iti brubatah hi anyatra katham tat upalabhyatae. (K.U. 2-3-12)

Faith in divinity is the basis of spiritual journey for a person. Faith begins with faith in oneself. This body, mind and material consciousness supports the process of living and life as such. The material existence is made to run to the wishes, expectations and desires. The wish, expectation, and desire are structured against the personal material achievements and the regular way of getting life move forward. As such, when it is found that the life faces bottlenecks in terms of having smooth progress towards achieving things aligned with the wish or the desires to satisfy. The wish or desire that way makes a person or gradual satisfaction in life. This gradual satisfaction happens when for every element or incremental desire in life if the person gets satisfaction, then the attraction for life is even more. Time may come when the factors of desire are overwhelmed by the providence in terms of having satisfaction and beyond. It is an occasion when the person has to think of the fundamentals of life. Desires of temporary in nature may get quickly fulfilled, whereas the desires that are of long-term in nature may have the longer duration for waiting or in many cases denial or total negation. Situations where the individual desires are denied by the conditions prevailing, pushes the person towards condition of fatigue in mind in many cases or even the mind may become restless and pushes towards developing mental stress. Factors of forward focus as such makes the person bewildered and develop somewhat negative impression of life. This leads to individual stress. In this context of stressful situation, life may not remain linearly moving forward, rather the person may turn against the rule of the earth system and thereby have some kind of satisfaction through putting across the mental resistance to the system in such a manner that the reaction in mind gradually cools down in terms of identifying the sources of satisfaction from new areas of fulfillment in life. Desire-driven life passes through such phases of sugar and sour of life.

Faith works as the fundamental element in the structuring of life. The human faith in oneself can take him to a long way in achieving many milestones in life on one hand and that of the elemental fulfillment of the desires and expectations as structured in life. The desires and expectations, as such, take us forward in the chain of activities throughout. This chain of activity as such would be construed as something that is situational and makes the human life enlighten the pathways such that linearity is done.

Austi iti eva upalabdhvah tattva bhabena chaubhyoh
Austi iti upalabdhvaasya tattvabhabah prasiditih. (K.U. 2-3-13)

Perception of truth as such becomes vital. The individual orientation towards the perceptive truth makes life happen in a manner that attempts to visit the factors and elements of life such that diverse ways of earning satisfaction remains. Individuals, thus, pass through different contexts of her or his mind. Sometimes, it is the restlessness of the mind that acts as the basic formations and reveals the basic structure for the making of, maintaining the fundamentals that way. In many cases, the mind on an individual basis, acts on the mode of stimulus response such that the response is not only shaped by the stimulus, but the stimulus helps in defining the color of the mind in various ways and contexts. Thus, the mind is now exteriorized to the extent that the factors of exteriorization are included in the domain of the mind. This mind is actually turbulent in terms of its external influences. The turbulence can be caught in the light of changing sceneries of the response behavior of our minds. The sages of Vedas have categorized these in different mental conditions in the human scale. These are:

'Mudha' (Dullmind), *'Kshipta'* (Scatteredmind), *'Vikshipta'* (Turbulentmind), 'Ekagra' (Concentrated mind) and *'Niruddha'* (Single pointed dedicated mind)

These conditions of human mind are each unique in its nature and thus makes its way into the basis of the modern functioning of the mind. As such, the mind has its orientation into the contextual reality and draws temporary satisfaction from the basis of its own happenings in the contextual reality of having the essence of the business and activities. Thus, these needs to initiate process which would be consumed as inseparable from the parameters and factors of the world and urge the mind to draw its goodness.

Yada sarvae pramuchyantae kama yah ausya hridi shritah.
Autho martaeh aumritah bhabati autra Brahma sama aushnutae.
(K.U. 2-3-14)

The dull mind is expressed as that which makes things happen in such a way that the basis of mental and perceptive analysis changes. Mental framework thus needs to be drawn within as that of the earth system with the framework that would suggest the process of transformation. Once the dull mind takes into account and accepts the reality of the world as the starting point and draws energy from around to make the required headway into the glow of life. Though empirical in nature, now life may attain the consciousness for the gross fulfillment of life. The basic restlessness of mind thus may get away from its domain and life gets a settled pathway for the enhanced understanding of diverse issues having their impacts on the factors of life. The turbulent mind now tries to consolidate in the direction of its own focus. With the disappearance of turbulence, it so happens that the journey throughout pertains to that of the new understanding of life. Now, life may develop an urge to develop concentration. Concentration is achieved through the process of a sustained effort. Concentrated mind develops in it certain kinds of power. It is the power of focusing on one single matter in mind and at the same time to have the same in the context of the emergence of power within the organization. It is as such the power of the fundamentals in the personality vis-à-vis the power of the added designs. Whereas the fundamental makes the mind power of the peripheral also matters. Concentration of mind and thus the application domain of this new mental framework that facilitates the penetrative thousands of minds accumulate to formulate a collective emergence. Collectively, the points which were shaded behind the work desk, it takes different routes for the course of its progress towards the attainment in life for the basic understanding of each phase of life to stimulate dimensions that are repetitively emergent and point out to the basis of human elevation from just material consciousness in mind to the context of emergence.

Realization of divine may develop at this level and condition of mind. It happens to be the basis of the spiritual journey in life in any situation that comes across.

When such orientation of mind becomes the fact of life the mind is now free from all aspects of spirituality. As such all aspects of spirituality would really mean that the basis of realization changes the basic direction of life. Now the mind turns pure. A pure mind is free from desires. It talks about the conditions of living, which is mostly connecting gradually the person himself. Concentrated mind focuses on the specific aspect of life. As such, no amount of hesitation or doubt now works in the mind.

Hridayasyah shatam cha eva nadyah
Tasam eka murdhanam avinihsritah.

Taya urdham aayan aumrita tvam eti
Vishvak aunyah utkramanae bhabanti. (K.U. 2-3-16)

Meditative focus of mind at this stage factors the dimensions that this vast universe is true in itself. It is true that the entire universe would take into account aspects of mind that are well networked with the externalization in life. As the process of empowering mind would make realization possible. The sages of Vedas have learned through the meditative understanding of the supreme that he is all comprehensive and at the same time he is into the particulars of human functioning. The supreme is thus vast and infinite. It is spread is over the flow of light over millions of years and that over the expanse of time and horizon. The cosmic system has been split among millions. The same patterns or a similar kind of pattern is known as that supplementing to the factors of truth. Meditative process would thus be focused on the cardiac zone of human reality. There are one hundred and one channels of passage on the heart system. The heart itself has all these one hundred and one vessels of different dimensions are there. Of those the human system, one vessel stands special, called 'Murdha'. 'Murdha' is the main channel of transaction in the human system. Whenever this is understood the major flow of consciousness occurs through the other changes over the normal belief system in life that leads to the wisdom centric realisation of the Supreme. The devotee attains that degree of devotion which would make her or him having attained realisation of the divine in the context of the earth system.

Aungushthah matrah purushoh auntaratmah
Sada jananam hridayae sat nibishthah.
Tat svyat sharirat prabrihet munjat ishikam dharyena
Tat vidyat aumritam shukram
Tat vidyat aumritam shukram iti. (K.U. 2-3-17)

'Murdha' or the wisdom channel once stimulated it attempts to collect the truth of life, truth earned in experiences. Truth is the factors of transition from empirical to external and on top of everything. Thus, the wisdom channel getting stimulated proves the factors leading to the eternity of existence. God-centric faith in life makes the point more concrete now. The devotee is now connected with the divine. Divine now factors into the realm of the devotee in a way that facilitates the process of realization and makes the probable impacts of the total process on the realm of realization. The devotee is now initiated journey forward towards the effective understanding that God himself is the total truth and at the same time the absolute truth. He contains in him the entire creation, but none of the items of the creation is his own. He is the creation and at the same time he is present in the domain of the created. He is present among the created in the form of *Atman* residing within the cave of the heart. Thus, the human existence is not just free from that of the divine. Rather divine is present in human existence at the elemental level in such a manner that makes the revelation in such a way that it would have the basis of new identity of the divine.

The realization of cosmic truth in the right sense brings forth in the consciousness of divinity and creates connect with the divine with mind and senses. The person is now blessed by the spirit of divine to enjoy being conscious by connected with God. Now the devotee develops love for God in such a penetrative manner that she or he remains ever Blissful.

—::—

সত্যের পথ

প্রাপ্তিস্থান ঃ কোলকাতা ও অন্যত্র।

(1) বেলঘরিয়া 1 No. Platform, কোলকাতা – 56

(2) বেলঘরিয়া 2 No. / 3 No. Platform
কোলকাতা – 56

(3) বারাকপুর রেল স্টেশন টিকিট কাউন্টারের সামনে।

(4) **বিশ্বনাথ চক্রবর্তী,** নৈহাটি রেল স্টেশন
4 No./5 No. Platform

(5) **গীতা সাহিত্য মন্দির**
হালিশহর রেল স্টেশন 2 No. Platform
উঃ ২৪ পরগণা

(6) **বাপ্পা বুক স্টল**
কল্যাণী রেল স্টেশন টিকিট কাউন্টারের সামনে
(কল্যাণী লোকাল যে Platformএ দাঁড়ায়) নদীয়া

(7) **শ্যামল বুক স্টল**
কল্যাণী রেল স্টেশন 1 No. Platform, নদীয়া

(8) **সাধনা বুক স্টল**
বারাসাত রেল স্টেশন 3 No. / 4 No. Platform
উঃ ২৪ পরগণা

(9) ব্যাণ্ডেল রেল স্টেশন Platform, হুগলী

(10) **জৈন বুক স্টল**
শ্রীরামপুর রেল স্টেশন 4 No. Platform, হুগলী

(11) শিয়ালদহ রেল স্টেশন (নর্থ), কোলকাতা

(12) **রতন দে বুক স্টল**
যাদবপুর মোড়, কোলকাতা

(13) **সন্তোষ বুক স্টল**
নাগের বাজার, কোলকাতা

(14) **শ্যামা স্টল**
টালীগঞ্জ মেট্রোর সামনে, কোলকাতা

(15) **তপা চক্রবর্তী,** চিড়িয়ামোড়, কোলকাতা

(16) গোলপার্ক মোড়, কোলকাতা – 29

(17) **বিরাটী রেলওয়ে বুক স্টল,** কোলকাতা

(18) **সর্বোদয় বুক স্টল**
হাওড়া স্টেশন

(19) লেকটাউন থানার নীচে
কোলকাতা – 89

(20) বাগবাজার উদ্বোধন কার্যালয়ের উল্টোদিকে
কোলকাতা – 3

(21) বাগবাজার মায়ের বাড়ীর উল্টোদিকে
কোলকাতা – 3

(22) **বাবু বুক স্টল**
সিঁথির মোড়, কোলকাতা

(23) **দমদম ক্যান্টনমেন্ট বুক স্টল**
কোলকাতা

(24) **কালী বুক স্টল**
শোভাবাজার মেট্রো, কোলকাতা

(25) **সুব্রত পাল**
সল্টলেক পি.এন.বি., ব্লক-বি.এ., কোলকাতা।

(26) **সল্টলেক** 4 No. **ট্যাঙ্ক,** কোলকাতা

(27) **নস্কর বুক স্টল,** AB/AC মার্কেট (সল্টলেক)

(28) **নরেশ সাউ,** বৈশাখী মোড়, কোলকাতা।

(29) **দেবাশিষ মণ্ডল,** জি.ডি. মার্কেট, সল্টলেক

(30) **আশিষ বুক স্টল,** বাগুইআটি মোড়, কোলকাতা

(31) **চ্যাটার্জী বুক স্টল,** বাগুইআটি মোড়, কোলকাতা

(32) **টি দত্ত,** কুমার আশুতোষ (মেন) স্কুলের পাশে

(33) **মন্মথ প্রিন্টিং**
জপুর রোড, দমদম, কোলকাতা-৭০০ ০৭৪

(34) **পণ্ডিত এস. কে. ব্যানার্জী,** বিশিষ্ট পুরোহিত
দেশবন্ধুপাড়া, বৌবাজার, শিলিগুড়ি-৭৩৪ ০০৪
মোবাইল ঃ ৮৯৭২৮০৭৮৫৪, ৯০৬৪৬৩৬১০২

SATYER PATH
1st March 2026
Falgun–1432
Vol. 23. No. 11

REGISTERED KOL RMS/366/2025-2027
Regn. No. WBBEN/2006/18733

Price : Rs. 5/-

দিব্য সাধন ঃ পার্থিব জীবনেই ঈশ্বরলাভ

বেদ, উপনিষদ, ভাগবত, ব্রহ্মসূত্র ও ভাগবত গীতা অবলম্বনে

আলোচনায় ঃ অধ্যাপক (ডঃ) রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

অন্-লাইনে দিব্য জীবন ও সাধনার ক্লাস চলছে ঃ—

রবিবার : ১লা মার্চ, ২০২৬ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ

রবিবার : ৮ই মার্চ, ২০২৬ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ

রবিবার : ১৫ই মার্চ, ২০২৬ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ

রবিবার : ২২শে মার্চ, ২০২৬ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ

রবিবার : ২৯শে মার্চ, ২০২৬ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ

প্রতি রবিবার বিকাল ৫-৩০ থেকে ৭-০০ পর্যন্ত।

যে কোন ইচ্ছুক ব্যক্তি যোগ দিতে পারেন **Android Phone**-এর অথবা কম্প্যুটারের সাহায্যে।

অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য **Invitation** দরকার।

যদি ইচ্ছা হয় তবে যোগাযোগ করুন ঃ—

শ্রী এস. হাজরা ঃ ৯১৬৩৩৯৩৬৩৩

আপনার **email id,** নাম ও **Phone Number SMS** করে পাঠান।

Website দেখুন ঃ **www.satyerpath.org**

স্থান : ডঃ আর. পি. ব্যানার্জী
ডি. এল-১১/৫, সল্ট লেক সিটি (চতুর্থ তল)
কলকাতা—৭০০ ০৯১
দূরভাষ : ২৩৫৯ ৪১৮৩
(সল্ট লেক করুণাময়ীর নিকট সি. কে. মার্কেটের বিপরীতে)

Printed and Published by Bibudhendra Chatterjee, Printed at Classic Press, 21, Patuatola Lane, Kolkata–9 and Published at Satyer Path, 21, Patuatola Lane, Kolkata–700 009.
Editor : Dr. Ramaprosad Banerjee, DL-11/5, Salt lake City, Kolkata–700 091.